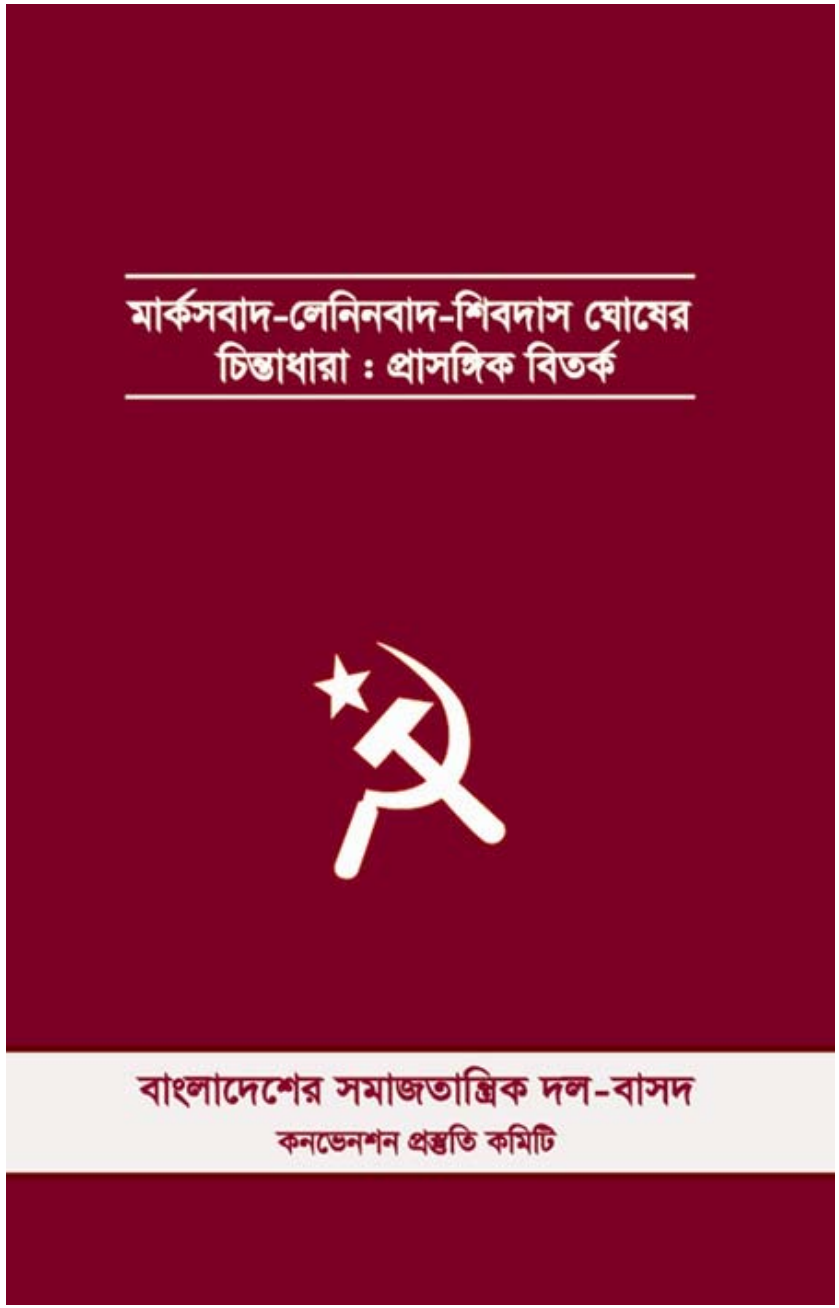

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের
চিন্তাধারা : প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা : প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

প্রকাশকাল : ১১ জুলাই ২০১৩

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি
২২/১ তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫
ই-মেইল : spb.convention2014@gmail.com

মূল্য : ২০ টাকা

ভূমিকা

জাসদ-এর অভ্যন্তরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে ১৯৮০ সালে আমাদের পার্টি গড়ে উঠেছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা, আধুনিক সংশোধনবাদ সম্পর্কিত যথার্থ মূল্যায়ন, লেনিনীয় পার্টি ধারণার উন্নততর উপলব্ধি আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা থেকে পেয়েছিলাম।

গত আগস্ট ২০১২ থেকে আমাদের দলের অভ্যন্তরে দলের আদর্শিক লাইন নিয়ে একটা বিতর্ক প্রকাশ্যে শুরু হয়েছিল। বিতর্কের প্রধান বিষয় ছিল – আমাদের দল কোন চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং আগামী দিনে কোন চিন্তার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারে কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান সম্পর্কে দলের মূল্যায়ন ও উপলব্ধি কী হবে – তাও ছিল বিতর্কের অন্যতম বিষয়।

দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির একাংশ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে আক্রমণের মাধ্যমে এ বিতর্কের সূচনা করেন। এ তৎপরতা কার্যত দলের বিপ্লবী প্রাণসত্তার উপর কৌশলী ও চাতুর্যপূর্ণ আক্রমণ হিসাবে সর্বস্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের নিকট প্রতীয়মান হয়। আমাদের দলের চিন্তার ঐক্য ও সংগ্রামের ভিত্তি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোন্নত ও বিকশিত রূপ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা – যা আজকের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের যুগে দল, বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের বর্তমান সংকট তথা আধুনিক সংশোধনবাদকে মোকাবেলার গাইডলাইন। একে অস্বীকৃতির মাধ্যমে দলকে শোধনবাদী-সংস্কারবাদী পথে নিয়ে যাবার বিপদ ঘনীভূত হয়। দলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশের চেতনার নিম্ন মান, পার্টি ও নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ ভাবাবেগ ও যান্ত্রিক শৃঙ্খলাকে হাতিয়ার করে পরিচালিত এ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দলের নীতিনিষ্ঠ নেতা-কর্মীরা সংগ্রাম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছেন।

বিতর্ক চলার একটা পর্যায়ে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী প্রথমে মৌখিক আলোচনার পয়েন্ট হিসাবে এবং পরে ব্যাখ্যাসহ ৪২টি পয়েন্টে "বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ" শিরোনামে একটি লিখিত বক্তব্য দলের নেতা-কর্মীদের সামনে তুলে ধরেন। সে সময় দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানসহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশের পক্ষ থেকে দল গড়ে ওঠার ইতিহাস সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদানকে খারিজ করে দিয়ে "কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ৪০ পয়েন্টের সাথে ভিন্নমত" শিরোনামে একটি লিখিত বক্তব্য হাজির করা হয়। তাঁরা ওই বক্তব্যকেই দলের অবস্থান হিসাবে ঘোষণা করেন। তাঁরা এটাও দাবি করেন যে, কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী যে মত ধারণ করেন তা দলের অবস্থানের বিরোধী। সে সময় কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর পক্ষ থেকে ওই বক্তব্যের জবাবে "কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ৪০ পয়েন্টের সাথে ভিন্নমত (২১.০৩.২০১৩)-এর জবাব" শিরোনামে একটি লিখিত বক্তব্য দলের নেতা-কর্মীদের সামনে রাখা হয়েছিল। গত ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল '১৩ পর্যন্ত ৬ দিন ব্যাপী দলের জেলা আহ্বায়ক/সমন্বয়ক/সদস্য সচিবদের সভার

শেষ দিনে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী "শিবদাস ঘোষের অবদান" শীর্ষক লিখিত বক্তব্য রেখেছিলেন।

দল বিভক্তির পর গত ২৭ এপ্রিল '১৩ কমরেড খালেকুজ্জামান রচিত দুটি পুস্তিকা আমাদের হাতে আসে। এর একটি হল 'মতবাদিক বিতর্ক-৩ : [বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি (নেতা) হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত ৪০ পয়েন্ট এর জবাব।]' – যা দলের অভ্যন্তরে বিতর্ক চলার সময় তাঁদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের খানিকটা সংশোধিত ও পরিবর্তিত রূপ। দ্বিতীয় পুস্তিকাটি হল 'মতবাদিক বিতর্ক-৪ : 'শিবদাস ঘোষের অবদান' - একটি প্রাসঙ্গিক বিতর্ক' – যা দলের অভ্যন্তরে রাখা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর বক্তব্যের জবাব।

মতবাদিক বিতর্ক-৪ এর জবাবে আমরা আমাদের বক্তব্য ইতোমধ্যে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছি। বর্তমান পুস্তিকাটিতে আমরা আমাদের দল গড়ে ওঠার ইতিহাসের সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা কেমন করে সম্পৃক্ত এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমাদের প্রত্যাশা, দলের সাথে যুক্ত প্রত্যেক নেতা-কর্মী, দলের শুভার্থী, মার্কসবাদে বিশ্বাসী বাম আন্দোলনের কর্মী, সকলেই আমাদের এ বিশ্লেষণ যাচাই করবেন ।

ধন্যবাদসহ
শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী
সদস্য
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা : প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনকে শুরু থেকেই দুই ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগোতে হয়েছে। একটা হচ্ছে বাইরে থেকে বুর্জোয়াদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ, আরেকটা, ভেতর থেকে বুর্জোয়া চিন্তায় প্রভাবিত ও পরিচালিত সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক ছদ্মবেশী আক্রমণ। এক অর্থে প্রথমটার থেকে দ্বিতীয়টা আরও বিপজ্জনক। কারণ এই আক্রমণ আসে বন্ধুর বেশে, মার্কসবাদী ছদ্মবেশ পরে। প্রথম আন্তর্জাতিকের অবলুপ্তি, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও তার অন্তর্ভুক্ত দলগুলির সংশোধনবাদী অধঃপতন, ইত্যাদি যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এর মধ্য দিয়েই সাম্যবাদী আন্দোলনকে এগোতে হয়েছে – এ কথা ব্যক্ত করে ১৮৮২ সালে মহান এঙ্গেলস এক চিঠিতে অগস্ট বেবেলকে বলেছেন – "অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্যে প্রলেতারিয়েত সর্বত্র বিকশিত হয় ... এবং যখন মার্কস ও আমাকে অন্য যে কারও চেয়ে তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনেক বেশি কঠোর লড়াই করতে হয়েছে (কারণ আমরা বুর্জোয়াদের কেবল শ্রেণী হিসাবেই দেখেছি, এবং ব্যক্তি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইনি বললেই চলে) তখন সেই অবশ্যম্ভাবী লড়াই শুরু হওয়ার জন্য কেউ খুব বেশী দুঃখ করতে পারে না।"[১] মৌলিক মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব যখন বিরোধাত্মক রূপ নেয়, তখন বিচ্ছেদও ঘটে। যেমন রাশিয়ায় আরএসডিএলপি-র মধ্যে মহান লেনিনের অনুগামীদের সাথে বিরোধীদের আদর্শগত দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ নেয়, বলশেভিক ও মেনশেভিক এই দু'ভাগে দল বিভক্ত হয়ে যায় এবং তারই পরিণতিতে আলাদা বলশেভিক পার্টি গড়ে ওঠে। চীনেও গোড়ার দিকে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী ও বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে মহান মাও সেতুঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং পার্টিকে বলতে গেলে একরকম নতুনভাবে গড়ে তোলেন।

আমাদের দল, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ বা ভাঙন মৌলিক আদর্শগত বিরোধের জন্যই ঘটেছে, কিন্তু ইস্যুগুলি সবক্ষেত্রে এক নয়। ভিন্ন সময়ের এবং ভিন্ন দেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইস্যুগুলির ধরন আলাদা।

গত ১২ এপ্রিল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ঢাকার প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন, "দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ দল গড়ে তোলার আদর্শগত ভিত্তিকে সংস্কার ও সংশোধন করছেন যা পার্টির মূল চিন্তা থেকে বিচ্যুতিরই নামান্তর। বাহ্যত তারা ঐক্যের কথা বলছেন যদিও কার্যত মূল আদর্শের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছেন। আমরা দলের আদর্শ, প্রতিষ্ঠাকালীন

ঘোষণাকে ধারণ করে এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।" তিনি আরও বলেছেন, "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে দল গড়ে তোলার সংগ্রামের মূলনীতিসমূহ আমরা গ্রহণ করেছিলাম। একে ভিত্তি করে সংগ্রামের ফলেই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বাম আন্দোলনে প্রবল বিভ্রান্তি সত্ত্বেও আমাদের দল বিকশিত হয়েছে। এদেশের বামপন্থী দলসমূহের মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এক পর্যায়ে এসে দলের এই সাংগঠনিক ও আদর্শগত বিকাশ স্থবির হয়ে পড়ে এবং দলের মধ্যে নানাধরণের সংকট দেখা দিতে শুরু করে। বেশ কিছুদিন ধরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশের এ সকল ঘাটতি নিয়েই দল চলছে, কিন্তু বারংবার তাগিদ সত্ত্বেও দলের বিপ্লবী সত্ত্বা পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে কমরেডদের জড়িয়ে সর্বাত্মক ও কষ্টসাধ্য সংগ্রামের পথ অনুসরণ করা হয়নি।"

তিনি বিবৃতিতে বলেছেন, "জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার্কসবাদের চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তিসম্পত্তি ও সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম, যৌথতা ও যৌথ জীবনের চর্চা, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে দল পরিচালনা, যৌথ নেতৃত্ব ও তার বিশেষীকৃত রূপ জন্ম দেয়ার সংগ্রাম ইত্যাদি দল গড়ে তোলার ঘোষিত নীতিমালা সঠিকভাবে অনুশীলনের ঘাটতিই এর মূল কারণ। এরই প্রকাশ ঘটেছে যৌথ জীবনের অনুশীলন না করে ব্যক্তিগত পছন্দ বা ইচ্ছার ভিত্তিতে জীবনযাপন, একক ও গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্তে দল পরিচালনা, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার ঘাটতি, সমালোচনা-আত্মসমালোচনার নীতি অনুসরণ না করা, পার্টির সম্পদ ও তহবিল ব্যবস্থাপনায় যৌথতার নিয়ম লঙ্ঘন ইত্যাদির মাধ্যমে।" কেন এটা ঘটল, সে সম্পর্কে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেছেন, "দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ দল গড়ে তোলার আদর্শগত ভিত্তিকে সংস্কার ও সংশোধন করছেন যা পার্টির মূল চিন্তা থেকে বিচ্যুতিরই নামান্তর।" বাসদ দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন আদর্শগত ভিত্তি কাজ করছে সেই সম্পর্কে তিনি বলেন, "আজকের দিনে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামের এই সকল নীতিমালা আমরা গ্রহণ করেছি এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও নেতা, ভারতের সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) সংক্ষেপে এসইউসিআই(সি) পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে। শুধু তাই নয়, রাশিয়া ও চীনসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় যে কারণে ঘটলো সেই আধুনিক সংশোধনবাদের উৎস ও তার বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রামের দিকনির্দেশনা আমরা তাঁর চিন্তা থেকে গ্রহণ করেছি। তিনি বর্তমান কালের প্রয়োজনের নিরিখে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে যুগোপযোগী করে ব্যাখ্যা করেছেন এবং মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারকে বহু দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন যা আমরা সঠিক বলে গ্রহণ করেছি। ফলে আমাদের দল গড়ে উঠেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে এবং মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাওসেতুঙের পাশাপাশি কমরেড শিবদাস ঘোষকে আমরা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম শিক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং অথরিটিরূপে গণ্য করেছি।" অর্থাৎ কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী খুবই দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছেন যে, পার্টি গঠনপর্বে এই যে মৌলিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, কমরেড খালেকুজ্জামান এবং তাঁর অনুসারীরা এর থেকে বিচ্যুত হওয়ায় উপরোক্ত অমার্কসবাদী বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের বক্তব্য, কার্যকলাপ, আচরণ ও জীবনযাত্রায় দেখা দিয়েছে এবং সংশোধনবাদী অধঃপতন দেখা যাচ্ছে।

এই সমালোচনার উত্তরে কমরেড খালেকুজ্জামান বলছেন, "দলের সূচনালগ্ন থেকে ২০০৯ সালের কনভেনশন পর্যন্ত দলের অবস্থান হল, আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতেই দল গড়ে তুলেছি এবং বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদ কমরেড ঘোষের চিন্তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশের বিশেষ বাস্তবতায় বিশেষীকৃত করে এগিয়ে চলেছি। তাই শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতেই আমাদের দল গড়ে উঠেছে কিংবা পরিচালিত হচ্ছে, এভাবে বলাটা দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিচারে সঠিক নয়, তেমনি ৩২ বছরের রাজনৈতিক কিংবা সাংগঠনিক কোনও বাস্তবতার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তির স্থলে শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তি প্রতিস্থাপিত করাটাও যুক্তিসঙ্গত হয় না।" *(মতবাদিক বিতর্ক-৩)*

'দল গঠনের নীতিমালা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে গ্রহণ করেছি' – এ কথা বলার দ্বারা 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তির স্থলে শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিকে প্রতিস্থাপিত হয়েছে' বলে যে অভিযোগ তিনি করেছেন, তা কি যুক্তিসম্মত বা সঠিক? স্ট্যালিন যখন বলেন, 'The founditions of Leninism is a big subject', *(Problems of Leninism)* অর্থাৎ 'লেনিনবাদ এর ভিত্তি একটি বিশাল বিষয়।' তখন তার দ্বারা কি তিনি মার্কসবাদ যে লেনিনবাদের ভিত্তি এটা অস্বীকার করছেন? অথবা তিনি যখন বলছেন, 'This new party is the party of Leninism' *(Problems of Leninism)* অর্থাৎ 'এই নতুন পার্টি হল লেনিনবাদের পার্টি' – তার দ্বারা কি মার্কসবাদের স্থলে লেনিনবাদকে প্রতিস্থাপিত করছেন? স্ট্যালিন নিজেই বলছেন, "লেনিনবাদ ব্যাখ্যা করা মানে হল লেনিন এর কাজের বিশিষ্টতা এবং নতুনত্ব ব্যাখ্যা করা যা লেনিন মার্কসবাদের সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডারে অবদান রেখেছেন এবং যার সাথে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নাম যুক্ত হয়ে আছে।"[২] প্রসঙ্গত লেনিনের একটি বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলছেন, "আমরা মার্কসবাদী তত্ত্বকে পূর্ণাঙ্গ এবং অলঙ্ঘনীয় কিছু বলে ধরে নেই না। বিপরীতে আমরা বুঝেছি যে এটি বিজ্ঞানের কেবল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে, যা, সমাজতন্ত্রীদের সকল দিকে আরো অগ্রসর করে নিতে হবে যদি তাঁরা জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে চান।"[৩] এটা কাদের উদ্দেশে তিনি বলছেন? বলছেন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সেই সব নেতাদের অভিযোগের উত্তরে, যারা পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী লেনিন যে মার্কসবাদের তত্ত্বকে আরও বিকশিত, সম্প্রসারিত, উন্নত ও যুগোপযোগী করেছেন, তাকে অস্বীকার করে লেনিনের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী তত্ত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছিলেন। মার্কস-এঙ্গেলস প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ পূর্ববর্তী যুগের নানা সমস্যাকে দ্বান্দ্বিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ও গাইডলাইন উপস্থিত করেছেন।

আর লেনিন সাম্রাজ্যবাদী যুগে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে নতুন নতুন সমস্যা ও নতুন নতুন প্রশ্নের সমাধান করে গাইডলাইন উপস্থিত করেছেন। তাই স্ট্যালিন বলছেন, "লেনিনবাদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ সত্য হল এই যে, লেনিনবাদ শুধু মার্কসবাদকে রক্ষাই করেনি, বরং তাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। নতুন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পুঁজিবাদ এবং প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রামের নতুন পরিস্থিতিতে মার্কসবাদকে বিকশিত করেছে। লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ।"[৪]

যেহেতু বর্তমান যুগটা এখনও সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ, সেই কারণে এই যুগ এখনও লেনিনবাদেরই যুগ। কিন্তু যুগটা মৌলিক চরিত্রের দিক থেকে এক হলেও লেনিনের পর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, নতুন নতুন সমস্যা ও প্রশ্ন এসেছে, ফলে লেনিনের উপযুক্ত ছাত্র হিসেবে স্ট্যালিন, মাও সেতুঙ ও শিবদাস ঘোষকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নানা প্রশ্নে বিকশিত, সম্প্রসারিত, adequate ও উন্নত করতে হয়েছে। এই অবস্থায় স্ট্যালিনের শিক্ষা অনুযায়ী পার্টি চলছে, মাও সেতুঙয়ের চিন্তাধারায় চীনের সমাজতন্ত্র এগোচ্ছে বললে যেমন লেনিনকে অস্বীকার করা হচ্ছে বলা যায় না, তেমনি শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে পার্টি গড়ে উঠেছে, একথা বলার দ্বারাও লেনিনের অবদানকে অস্বীকার করা হয় না। কারণ, এঁরা সকলেই লেনিনবাদেরই ছাত্র এবং তাঁরই প্রদর্শিত পথে কিছু প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ ও বিকাশ ঘটিয়েছেন।

(১) এখন দেখা যাক, কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও তার চরিত্র বিষয়ে লেনিনের অবদান এবং পরবর্তীকালে শিবদাস ঘোষ তাকে ভিত্তি করে আরও যেসব সংযোজন ও সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন, এই প্রশ্নে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর বক্তব্যকে অস্বীকার করে কমরেড খালেকুজ্জামান যেসব যুক্তির অবতারণা করেছেন, সেগুলি সঠিক কি না। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস এ বিষয়ে কী বলে? মার্কসবাদী পার্টির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বলতে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সেতুঙ, শিবদাস ঘোষ যা ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ধারণা মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তায় এভাবে ছিল না। এর তখন ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাও ছিল না, থাকলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দলগুলি এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই গড়ে উঠত। এ সম্পর্কে স্ট্যালিন বলছেন, "বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে, যে সময়ে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে (শ্রেণীসংগ্রাম) বিকশিত হচ্ছিল, যখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিসমূহ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের প্রধান শক্তি ছিল এবং সংগ্রামে সংসদীয় রূপকেই মুখ্য বিবেচনা করা হত – এ ধরনের পরিস্থিতিতে পার্টির খুব বড় ও নির্ধারণকারী গুরুত্ব ছিল না যে বিরাট গুরুত্ব পার্টি পরবর্তীকালে প্রকাশ্য বিপ্লবী সংঘর্ষের কালে অর্জন করেছে। শান্তিপূর্ণ সময়ে পার্টির সেই গুরুত্ব থাকার কথাও ছিল না। কিন্তু নতুন পর্যায়ের উদয়ের পর অবস্থা আমূল পাল্টে যায়। এই নতুন পর্যায় হল প্রকাশ্য শ্রেণী সংঘাতের পর্যায়, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আঘাত হানার পর্যায়। ... ফলত একটি নতুন পার্টি, একটি জঙ্গী পার্টি, একটি বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন দেখা দিল। ... এই নতুন পার্টি হল লেনিনবাদের পার্টি। এই নতুন পার্টির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কি? (১) এই পার্টি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী, (২) এই পার্টি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী (৩) এই পার্টি হল প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগঠনগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ সংগঠন, (৪) এই পার্টি হচ্ছে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের হাতিয়ার ..., (৫) এই পার্টি হচ্ছে ইচ্ছার ঐক্যের মূর্ত রূপ, এমন ঐক্য যেখানে ফ্যাকশন বা গ্রুপের অস্তিত্ব থাকতে পারে না (৬) এই পার্টি সুবিধাবাদীদের বহিষ্কার করার দ্বারা শক্তিশালী হয়।"[৫] এই সব বিষয় কি মার্কস-এঙ্গেলসের আলোচনায় ছিল? থাকার কোনও বাস্তব কারণও ছিল না। কেন ছিল না সেটা স্ট্যালিনের উপরোক্ত আলোচনাতেই পরিস্কার। এ কথাও পরিস্কার বোঝা যায়, কেন তিনি "একটি নতুন পার্টি, একটি জঙ্গী পার্টি, একটি বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন দেখা দিল। ... এই নতুন পার্টি হল লেনিনবাদের পার্টি।" – এই কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। এখন কেউ যদি বলেন, এভাবে বলার দ্বারা স্ট্যালিন মার্কস-এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে হালকা করে দেখালেন – তবে সেটা কি সঠিক বলা হবে?

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী লেনিনের এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, মার্কস-এঙ্গেলস বিপ্লব করার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পর্যায়ে না থাকায় বীজ রূপে থাকলেও তারা পার্টি গঠনের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব রূপ দিয়ে যেতে পারেননি, যেটা লেনিন করেছেন। খালেকুজ্জামান এই বক্তব্যের সরাসরি বিরোধিতা করতে না পেরে *'মতবাদিক বিতর্ক-৪'*এ মার্কস কি কি লড়াই করেছেন, কি কি কাজ করেছেন, তার কিছু ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, যেন পার্টি গঠন পদ্ধতিতে লেনিনের অবদান স্বীকার করার মানে দাঁড়ায় মার্কসের সংগ্রামবহুল জীবনকে অস্বীকার করা। এটা কি ছেলেমানুষি যুক্তি নয়? তাছাড়া লেনিন যেভাবে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে 'Principles of Party Organisation'-এ বলেছেন, অর্থাৎ "কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের জীবন্ত ঐক্য অর্জন করতে হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মাধ্যমে। কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হতে হবে একটি প্রকৃত সংশ্লেষণ, কেন্দ্রিকতা এবং প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রণ অর্জন করতে হবে সমগ্র পার্টি সংগঠনে সর্বদা একত্রে কর্মকাণ্ড, সর্বদা একত্রে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।"[৬] এ ছাড়াও পার্টি গঠনের প্রশ্নে 'The fight for the vanguard party' লেখায় বলেছেন, "পার্টি প্রতিষ্ঠা এবং সংহতকরণ মানে হল সমগ্র রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের (সে সময়ে কমিউনিস্টদের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট বলা হত) মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং সংহত করা এবং ... এ ধরনের ঐক্য ডিক্রি জারি করে আনা সম্ভব নয়; এ ধরনের ঐক্য ... প্রতিনিধিদের সভায় সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে আনাও সম্ভব নয়। এটি আনার লক্ষ্যে বিশেষ ধরনের কাজ করতে হবে। প্রথমেই চিন্তার ঐক্য নিয়ে আসা প্রয়োজন যা সকল মতবিরোধ এবং বিভ্রান্তি দূর করবে।"[৭] এইসব ধারণা কি মার্কস-এঙ্গেলসের সময়ে দেওয়া সম্ভব ছিল? মার্কসবাদকে হাতিয়ার করেই লেনিন পার্টি গঠনের প্রশ্নে এইসব চিন্তাগুলি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিয়ে এলেন।

স্ট্যালিন ও মাও সেতুঙ মূলত লেনিনের এই শিক্ষাগুলিকে ব্যাখ্যা ও রূপায়ণ করে দলকে সংহত ও পরিচালিত করেছিলেন। এই প্রশ্নে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, লেনিন নিজেই পুস্তিকায় বলেছেন,

"কমিউনিস্ট পার্টিসমূহে অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয় শাশ্বত কোনো সংগঠনের রূপ থাকতে পারে না। প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রাম ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে নিত্য পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় থাকবে এবং এই পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রলেতারীয় সংগঠনের অগ্রসর বাহিনীকে তার উপযুক্ত আঙ্গিক নিরন্তর খুঁজে যেতে হবে।"[৮] একজন সৃজনশীল মার্কসবাদী হিসাবে শিবদাস ঘোষ লেনিনের উপরোক্ত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে লেনিন পরবর্তী সময়ে কিছু নতুন সমস্যা লক্ষ্য করে এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে লেনিনীয় পার্টি গঠন পদ্ধতিকে আরও বিকশিত, সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেছেন, যেটা আমরা মনে করি, শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাসদ-ও গঠনপর্বে দলগঠনের শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষাগুলিকেই মূলত অনুসরণ করেছে। আজ খালেকুজ্জামান এটা অস্বীকার করলেও ইতিহাস তার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে।

তিনি অস্বীকার করতে চাইছেন এমন কিছু অধ্যায় উল্লেখ করতে চাই ১৯৮১ সালে বাসদের গঠন পর্বে রচিত '*সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে*' (৪র্থ সংস্করণ, মার্চ ২০১১) পুস্তিকা থেকে। এই পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে –

"প্রথমত, তাদের নিজেদের চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে (এমনকী ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি দিককে জড়িত করে) একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে গড়ে তুলে আদর্শগত কেন্দ্রিকতার বুনিয়াদ স্থাপন করতে হবে।

"দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে, যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলার সংগ্রাম এক অর্থে পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক সংগ্রাম। তাই চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা অর্থাৎ একই বিচার-বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে একই দৃষ্টিভঙ্গী এবং একই উদ্দেশ্যবোধ গড়ে তুলতে না পারলে যৌথ নেতৃত্বের ওই বাস্তবীকৃত ও বিশেষীকৃত ধারণাটি দলের মধ্যে গড়ে তোলাই সম্ভব নয় এবং যতদিন পর্যন্ত যারা দল গঠনের অগ্রণী হয়েছেন, সেই সমস্ত নেতা এবং কর্মীদের মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের এই বিশেষীকৃত ধারণার জন্ম না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দিতে গেলে দলটি Democratically centralized পার্টির বদলে mechanically centralized পার্টিতে পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার বদলে দলটি আনুষ্ঠানিক এবং ব্যুরোক্রেটিক নেতৃত্বের জন্ম দিয়ে থাকে।

"তৃতীয়ত, দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের এই নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যাঁরা দল গঠনে অগ্রণী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে একদল আদর্শ বিপ্লবীর (professional revolutionary) জন্ম দিতে হবে। এই প্রফেশনাল বিপ্লবী বলতে মার্কসবাদের পরিভাষায় পয়সার বিনিময়ে সর্বক্ষণের কর্মী বোঝায় না। পেশাদার বিপ্লবী হল শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী সেই অংশ, যারা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্র ব্যাপ্ত করে একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শকে এমনভাবে জীবনে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন, নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায় ও আনন্দের সাথে বিপ্লবী জীবনের সংগ্রামের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় তারা সবসময়ই লিপ্ত থাকতে সক্ষম এবং সমস্ত ব্যাপারে, এমনকী ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আনন্দের সাথে বিপ্লবের স্বার্থে পার্টির কাছে নির্দ্বিধায় সমর্পণ করতে (submit) সক্ষম। একমাত্র এই পেশাদার বিপ্লবীদের মধ্য থেকেই যদি পার্টির নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আসে, তাহলেই একটি পার্টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।"

কীভাবে আজকের দিনে একটি যথার্থ মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তুলতে হবে, উপরোক্ত এই গাইডলাইন খালেকুজ্জামান কোথা থেকে পেলেন? এটা কি ইতোপূর্বে অন্য কোনও মার্কসবাদী অথরিটি বলেছিলেন? নাকি এটা বাসদ প্রতিষ্ঠাতাদের নিজেদের অবদান? এর উত্তর মিলবে শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী ২য় খণ্ডের ২০৭-২০৮ পৃষ্ঠায়, যেখান থেকে হুবহু কথাগুলি কোট করা হয়েছে। খালেকুজ্জামান এবং তাঁর অনুগামীরা কি এ কথা অস্বীকার করতে পারেন? তাঁরা কি এ কথাও অস্বীকার করতে পারেন যে উপরোক্ত তিনটি প্রাথমিক শর্ত না পূরণ করতে পারার জন্যই বাসদ ১৯৮১ সালে পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোর চূড়ান্ত রূপ দেয়নি, এমনকি ২০০৯ সালে কনভেনশন করেছে, কংগ্রেস করে পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত করেনি। কারণ উপরোক্ত আলোচনায় কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "মূলত এই তিনটি প্রাথমিক শর্ত পূরণ হওয়ার পরেই কেবলমাত্র সম্মেলনের মধ্য দিয়ে একটি কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানসম্মত সাংগঠনিক কাঠামোর জন্ম দেওয়া যেতে পারে। এ না করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দলের পুরো সাংগঠনিক কাঠামোর একটি চূড়ান্ত রূপ কখনই দেওয়া সম্ভব নয়।" এই শিক্ষাই বাসদ অনুসরণ করেছে, যেমন তা কার্যকর করেছিল শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এসইউসিআই(সি)। অন্য কোনো দেশের কোনও পার্টি কি এটা অনুসরণ করেছিল? তারা করতে পারেনি, এই গাইডলাইন তাদের সামনে ছিল না বলেই, এ কথা কি খালেকুজ্জামান অস্বীকার করতে পারেন?

যথার্থ সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী দল গঠনের নীতিগত-পদ্ধতিগত সংগ্রাম সম্পর্কিত বাসদের প্রতিষ্ঠাকালীন বক্তব্য যে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা থেকেই পাওয়া তার আরো কিছু উদাহরণ দেখা যাক। 'সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে' পুস্তিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় উল্লেখিত, "... যেকোন রাজনৈতিক দলই কোনও না কোনও শ্রেণীর দল ... সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক দল।" এ বক্তব্যটি নেওয়া হয়েছে *শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা থেকে *[পরিশিষ্ট খ (১) দেখুন]*। উপরোক্ত পুস্তিকার পঞ্চম পৃষ্ঠায় উল্লেখিত, "... যা একটি বিশেষ শ্রেণীগত ... উপরই গড়ে ওঠে" নেওয়া হয়েছে *শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী*র দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৭ থেকে *[পরিশিষ্ট খ (২) দেখুন]*। বাসদ পুস্তিকার পৃষ্ঠা ৭-এ উল্লেখিত, "... লেনিন একই

সাথে ... তত্ত্বটিকেও এনেছেন", এটা নেওয়া হয়েছে শিবদাস ঘোষ নির্বাতি রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠা থেকে *[পরিশিষ্ট খ (৩) দেখুন]*। বাসদ পুস্তিকায় সপ্তম পৃষ্ঠায় উল্লেখিত "... কারণ, পশ্চাদপদ দেশগুলিতে ... গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম" – এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠা থেকে *[পরিশিষ্ট খ (৪) দেখুন]*। বাসদ পুস্তিকার সপ্তম পৃষ্ঠায় "... একজন শ্রমিক, সে শ্রমিক বলেই ... লড়াইটা হচ্ছে নৈব্যক্তিক শ্রেণীসংগ্রাম (Impersonal class fight)।" এটা নেওয়া হয়েছে *শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬২ পৃষ্ঠা থেকে *[পরিশিষ্ট খ (৫) দেখুন]*। এবং উক্ত পৃষ্ঠার "... অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ... সংগ্রাম করতে শিখবে।" এই অংশ নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬২ পৃষ্ঠা থেকে *[পরিশিষ্ট খ (৬) দেখুন]*। বাসদ পুস্তিকার সপ্তম পৃষ্ঠায় "আবার অনেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ... অত্যন্ত সরলীকৃত ব্যাখ্যা" – এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৩ পৃষ্ঠা থেকে *[পরিশিষ্ট খ (৭) দেখুন]*। বাসদ পুস্তিকার অষ্টম পৃষ্ঠায় "... এই কমিউনিস্ট হওয়ার প্রক্রিয়ায় ... নিজেদের মুক্ত করতে হবে।" – এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৫ পৃষ্ঠা থেকে *[পরিশিষ্ট খ (৮) দেখুন]*। বাসদ পুস্তিকায় পৃষ্ঠা ৮-৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত "... শুধু বই পড়ে মার্কসবাদ ... পাল্টে গেছে কিনা ...।" – এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডের ৩১০-১১ পৃষ্ঠা থেকে *[পরিশিষ্ট খ (৯) দেখুন]*। বাসদ পুস্তিকার ১০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "... শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই ... প্রতিফলিত করছে।" এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২০৩ পৃষ্ঠা থেকে *[পরিশিষ্ট খ (১০) দেখুন]*। বাসদ পুস্তিকার ১৩ পৃষ্ঠায় "... মনে রাখতে হবে ... নেতার নেতা ধারণা" – এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২১৩ পৃষ্ঠা থেকে *[পরিশিষ্ট খ (১১) দেখুন]*। বাসদ পুস্তিকার ১৫-১৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "লেনিন এটাকে একটা living organism ... বা নেতা আছে।" – এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২১২-১৩ পৃষ্ঠা থেকে *[পরিশিষ্ট খ (১২) দেখুন]*। এছাড়াও বাসদের উপরোক্ত পুস্তিকার ৬, ১০-১১, ১১, ১২, ১২-১৩, ১৩, ১৩-১৪, ১৪ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় এমন অনেক বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যেগুলি বেশিরভাগ শিবদাস ঘোষকে হুবহু কোট করা, আবার কোথাও কোথাও কিছু শব্দগত পরিবর্তন করা। এরপরও কি খালেকুজ্জামান বলবেন, শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে তাঁরা দল গঠন করেন নি?

এই বিতর্কে তাঁরা যেভাবে 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ না শিবদাস ঘোষের শিক্ষা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, সেটাও ভুল। আমরা যখন শুধু মার্কসবাদ বলি, তখন তার মধ্যে লেনিনের অবদানও যুক্ত থাকে। আবার প্রয়োজনে লেনিনের বিশেষ অবদানগুলিকেও উল্লেখ করতে হয়, যেগুলি হচ্ছে মার্কসবাদেরই অগ্রগতি। আবার যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা শুধু লেনিনবাদ বলি, তার মধ্যেও স্ট্যালিন, মাও সেতুঙ, শিবদাস ঘোষের অবদানগুলি যুক্ত থাকে। আবার প্রয়োজনে যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা বলি, সেখানে শিবদাস ঘোষ যেসব ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আরও সম্প্রসারিত ও উন্নত করেছেন, সেগুলিই বোঝানো হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, মার্কসের সময়েই তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ও অনুগামী এঙ্গেলস মার্কসবাদকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। পরবর্তী যুগে মার্কস-এঙ্গেলসের পথ অনুসরণ করেই লেনিন মার্কসবাদকে নতুন স্তরে উন্নীত করেছেন। আবার পরবর্তীকালে লেনিন প্রদর্শিত পথেই স্ট্যালিন, মাও সেতুঙ ও শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সমৃদ্ধ, উন্নত ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ধফবয়ঁধঃব করেছেন। যেমন, লেনিন পার্টি গঠনের প্রশ্নে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে ইউনিটি অব আইডিয়া'র কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'democratic centralism'-এর ভিত্তিতে organisation গড়ে তোলা, proletarian democracy and centralism-এর ফিউশনের কথা, বলেছিলেন collective leadership-এর কথা। revolutionary theory ছাড়া revolution হয় না, এই কথাও বলেছিলেন। তাঁর এই অবদানগুলি ঐতিহাসিক, তাঁর সময়ে ও পরবর্তীকালে কিছু দিন তিনি যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে কাজ হয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু পরবর্তী জটিল পরিস্থিতিতে নতুন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের শিক্ষার সম্প্রসারণ, বিকাশ ও সমৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেকেই revolutionary theory বলতে পার্টির political thesis বুঝতে শুরু করলেন, unity of idea বলতে কনফারেন্সে ব্যাপক তর্ক-বিতর্কের দ্বারা ঐকমত্যে পৌঁছানো বুঝলেন, পার্টির সংবিধানে তিনটি আনুগত্য ও সংবিধানে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম উল্লেখ করাকেই ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম বুঝলেন, পার্টি বডিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই collective functioning ও collective leadership বুঝলেন, পার্টির সংবিধানে proletarian democracy উল্লেখ করলেই proletarian democracy চালু হওয়া বুঝলেন। এইসব কারণেই শিবদাস ঘোষকে লেনিনীয় শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে আরও সমৃদ্ধ, উন্নত ও সময়োপযোগী করতে হয়েছে। তাই তিনি দেখালেন, revolutionary theory বলতে শুধু political theory-ই নয়, মার্কসবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে এই revolutionary theory develop করতে হবে। তিনি দেখালেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সর্বহারা গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিজনিত মৌলিক পার্থক্য কোথায়। তিনি দেখালেন, পার্টি গঠনের প্রস্তুতিপর্বে জীবনের সকল বিষয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে unity of idea বা ideological centralism গড়ে তুলতে হবে, এই ideological centralism গড়ে তুলতে পারলেই দলে সর্বহারা গণতন্ত্র কার্যকরীভাবে চালু হয়েছে বুঝতে হবে এবং তারই ভিত্তিতে organisational centralism গড়ে তুলতে হবে। তিনি দেখিয়েছেন, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ideological struggle-এর মাধ্যমে দলের সকল সদস্য ও নেতার যৌথ চিন্তার প্রকাশ যখন কোনও উচ্চ বডির নেতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকরণের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়, তখনই যথার্থ concrete expression of collective leadership emerge করে। কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে একটা দল যথার্থই মার্কসবাদী কিনা বোঝা যায়, এই বিচারের পাঁচটি মাপকাঠিও তিনি দেখিয়েছেন। এছাড়া তিনি দেখিয়েছেন,

ideological centralism গড়ে উঠলেই one process of thinking, uniformity of thinking, oneness in approch and singleness of purpose গড়ে ওঠে।

ফলে লেনিনীয় মডেলের পার্টি গঠন পদ্ধতিকে, শিবদাস ঘোষ লেনিনেরই একজন সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে লেনিন-পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন, যেটা বর্তমান সময়ে সকল দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং এটাই যথার্থভাবে পার্টি গঠনের লেনিনীয় নীতির সঠিক উপলব্ধি। তাই পার্টি গঠনের পদ্ধতির প্রশ্নে শুধু লেনিনের বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে এবং পরবর্তীকালে শিবদাস ঘোষ-কৃত লেনিনীয় তত্ত্বের সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি অস্বীকার করলে আজকের দিনে মার্কসবাদী দল গঠন করা যায় না। এটাই কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী দুয়েকটি কথায় ব্যক্ত করেছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর এই বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে এইভাবে যেন তিনি লেনিনের ঐতিহাসিক ভূমিকা অস্বীকার করছেন। অথচ অল্প কয়েকদিন আগে, ২০১২'র ১০ জুলাই প্রকাশিত '*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে' (খসড়া)* পুস্তিকায় খালেকুজ্জামান বলছেন, "এখনও বিশ্বব্যাপী দল গড়ার লেনিনীয় নীতিমালাই কার্যকর রয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে স্ট্যালিন এবং মাও সেতুঙ সহ অনেকে একে সম্প্রসারিত ও বিকশিত করেছেন। এক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি বিশিষ্ট অবদান রয়েছে।" অর্থাৎ তিনি স্বীকার করছেন, শিবদাস ঘোষের একটি বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। কী সেই অবদান সেটা সুনির্দিষ্টভাবে না বললেও ওই পুস্তিকায় কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান উল্লেখও করেছেন। যেমন, ৬৬ পৃষ্ঠায় বলছেন, "সত্যিকারের একটি কমিউনিস্ট পার্টি জীবন্ত সত্তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিবদাস ঘোষ বলেছেন ... গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রোলেটারিয়ান গণতান্ত্রিক নীতি চালু হয়েছে বুঝতে হবে।" *[পরিশিষ্ট খ (১৩) দেখুন]* ৭৪ পৃষ্ঠাতেই আরো বলেন, "লেনিন এই অগ্রদূত বাহিনীর নেতৃত্ব সম্পর্কে বলেছেন, দলের সকল সদস্যের যৌথজ্ঞানই যৌথ নেতৃত্ব। শিবদাস ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেন, "... এ যুগে কোনও একটি দল ... ঘটেছে।" *[পরিশিষ্ট খ (১৪) দেখুন]* পৃষ্ঠা ৭৬-এ বলছেন, "এই যৌথতা অর্জনের উপায় কী? শিবদাস ঘোষের ভাষায়, ইউনিফর্মিটি অব থিংকিং, ওয়াননেস ইন অ্যাপ্রোচ ও সিঙ্গেলনেস অব পারপাস।" ৯০ পৃষ্ঠায় বলছেন, "লেনিন যাদের 'পেশাদার বিপ্লবী' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, এবং শিবদাস ঘোষ যাদের টাকার বিনিময়ে কাজ করা কর্মীদল নয়, বরং দল এবং বিপ্লবের সাথে ও স্বার্থে একীভূত ও পূর্ণ নিবেদিত কর্মীদল বুঝিয়েছেন, না হলে বিপ্লবী সংগ্রাম এগুবে না।"

১২৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এগুলোকে সঠিক মার্কসবাদী বিপ্লবী ধারায় অন্তর্লীন করে এগিয়ে যেতে পারেনি। কেন পারেনি তার মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী ভারতের এসইউসিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ তার এক বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়নে বলেন, "... এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নামে একটিই পার্টি ছিল। ... মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল হিসাবে এসইউসিআইকে গড়ে তুলেছি।" *[পরিশিষ্ট খ (১৫) দেখুন]*

এই হচ্ছে ২০১২ সালের জুলাই পর্যন্ত কমরেড খালেকুজ্জামানের বক্তব্য। তারপর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে তিনি বাসদ গঠনে শিবদাস ঘোষের শিক্ষার গুরুত্বই অস্বীকার করছেন। এত অল্প ব্যবধানে পূর্বের বলা কথার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলতে পারার ক্ষমতা সত্যিই অভূতপূর্ব!

(২) আরও একটি প্রশ্নে খালেকুজ্জামান স্ববিরোধিতার এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত রাখলেন। '*সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে*' পুস্তিকার ৬ পৃষ্ঠায় শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, "এত দিন প্রলেটারিয়ান বিপ্লবী রাজনীতিতে যে নৈতিকতার মান কাজ করেছে তা হচ্ছে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে গৌণ করে দেখা। কিন্তু বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের যুগে আদর্শ কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে হলে ব্যক্তিসত্ত্বাকে নিঃসংশয়ে নিঃশর্তে হাসিমুখে নির্দ্বিধায় শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী দলের সাথে একাত্ম করে দিতে হবে। উন্নত বিপ্লবী চরিত্র অর্জনে এই সংগ্রামটি একটি দীর্ঘ, জটিল ও কষ্টসাধ্য সংগ্রাম হলেও দল গঠনের এইটিই অপরিহার্য সংগ্রাম।"

এখন এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা তিনি বলছেন। তিনি *মতবাদিক বিতর্ক-৪*-এ দেখাচ্ছেন, পুঁজিবাদ মার্কসের সময় থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। মার্কস এবং লেনিন ও স্ট্যালিনের কিছু অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি কোট করে দেখাচ্ছেন, "তাহলে বুর্জোয়া মানবতাবাদ একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের কালে কতটা প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছিল তা মার্কস-লেনিনের বক্তব্যে পাওয়া যায়।" অতি ব্যস্ততায় তিনি ভুলে গিয়েছেন যে মার্কসের যুগটা একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদী যুগ ছিল না। মার্কসের সময়ই পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীলতার সূচনা হয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু মার্কসের যুগে পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীলতা, আর লেনিনের যুগের প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং স্ট্যালিনের সময়ের প্রতিক্রিয়াশীলতা কি এক? যেমন পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট মার্কসের যুগে যা ছিল, লেনিন নির্ধারিত সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে কি একই রকম ছিল? আবার স্ট্যালিন নিজেই বলেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তিনিও লেনিনের মতো মনে করতেন পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা সত্ত্বেও রিলেটিভ স্ট্যাবিলিটি আছে, যেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আর নেই। মার্কস-এঙ্গেলসের যুগে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের যে ভূমিকা ছিল, যার ফলে তাঁরা এক সময় এমনও মনে করেছিলেন যে, ব্রিটেন ও আমেরিকায় শান্তিপূর্ণ বিপ্লব হতে পারে, কিন্তু লেনিন দেখালেন, বুর্জোয়া পার্লামেন্টের সেই ভূমিকা সাম্রাজ্যবাদী যুগে নেই। দেখালেন, বুর্জোয়া ব্যবস্থা এখন more attached to beaurocracy and military, ফলে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব হতে পারে না। আবার লেনিন যে বুর্জোয়া ডেমোক্রেসি ও পার্লামেন্ট দেখেছিলেন, সেটা কি স্ট্যালিনের সময় একই রকম ছিল? লেনিন কি ফ্যাসিবাদ দেখেছিলেন?

বুর্জোয়া সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বুর্জোয়া ব্যবস্থার সংকট যত তীব্র হয়েছে ও হচ্ছে, তারই সাথে বুর্জোয়া রাজনীতি ও সংস্কৃতি আরও অধঃপতিত হচ্ছে। এটা অস্বীকার করা

মানে 'সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল' মার্কসবাদের এই নিয়মকে অস্বীকার করা। যে কোনো ব্যবস্থার সংকটের সূচনা, সংকটের মাত্রা বৃদ্ধি এবং চূড়ান্ত সংকটে উপনীত হওয়া – এই সত্যকেও অস্বীকার করা হয়। ফুয়েরবাখের মানবতাবাদের দর্শনগত সীমাবদ্ধতা নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস অতি সুন্দর আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা বুর্জোয়া মানবতাবাদের অবক্ষয়ের যুগ দেখেন নি। যেটা তাঁদের অনুগামী হিসাবে শিবদাস ঘোষ দেখেছিলেন এবং আলোচনা করেছিলেন। এই বুর্জোয়া মানবতাবাদের মূল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, যেটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে প্রগতিশীল ছিল। যত পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে, তত বুর্জোয়া মানবতাবাদও প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছে। তাই শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "মূলত বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ত্যাগের আদর্শ – অর্থাৎ 'সমাজের প্রতি কর্তব্য, সামাজিক স্বার্থ এবং বিপ্লবের স্বার্থের কাছে ব্যক্তির স্বার্থকে 'সারেন্ডার' করতে হবে। এই বক্তব্যের মূল সুরটি বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধেরই সুর। ... আপেক্ষিকভাবে যে সমস্ত দেশ খানিকটা অর্থনৈতিক 'স্টেবিলিটি'র মধ্যে আছে এবং যে সমস্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশে 'সেন্স অফ ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিডম' (ব্যক্তি স্বাধীনতা বোধ) একটা 'প্রিভিলেজে' পর্যবসিত হয়েছে, সেইসব দেশের কমিউনিস্টদের এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিদের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে আজকের দিনে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধের সীমাবদ্ধতা এবং কোথায় তার প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা, তা দেখিয়ে দিতে হবে এবং সর্বহারা সংস্কৃতির মূল্যবোধের নতুন ধারণা কী হবে তা জনসাধারণ এবং কমিউনিস্টদের সামনে তুলে ধরতে হবে।" *[চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব - শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২২০-২২১]*

তিনি বলেছেন, "মানবতাবাদী নীতিনৈতিকতা ও ভগ্নাবশেষের উপরেই সাম্যবাদী নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে ও বিকাশলাভ করে। বুর্জোয়া মানবতাবাদের যেখানে শেষ, সাম্যবাদের সেখানে শুরু। সাম্যবাদী হতে হলে ব্যক্তি স্বার্থবোধ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ও পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে। যে হাসি মুখে, নির্দ্বিধায়, স্বেচ্ছায় এবং নিঃশর্তে ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে পারে, একমাত্র সেই যথার্থ কমিউনিস্ট হতে পারে।" তিনি আরও বলেছেন, "(বিপ্লবীদের) 'কোড অফ কনডাক্ট' বা আচরণবিধি আয়ত্ত করার একটা প্রধান শর্ত হল – বিপ্লবের সঙ্গে, শ্রেণীর সঙ্গে এবং দলের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোলা।" আজকের দিনে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের প্রশ্নে শিবদাস ঘোষ যে গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন দিয়েছেন, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য খালেকুজ্জামান অস্বীকার করতে চাইছেন এবং তার দ্বারা নিজ দলেরই প্রথম দিকে ঘোষিত '*সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে*'র উল্লেখিত বক্তব্যকেও অস্বীকার করছেন। একদিকে বোঝাতে চাইছেন, পুঁজিবাদ যেন প্রথম থেকেই একই রকম প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, ফলে 'বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের যুগ' বলে চিহ্নিত করার কিছু নেই; অন্যদিকে স্ট্যালিনের একটি লেখাকে উদ্ধৃত করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, বিলীন করার শর্তটা স্ট্যালিনই প্রথম বলেছেন। এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য।

তাঁর ভাষায় স্ট্যালিন বলেছেন, "যেহেতু পার্টি হল নেতাদের সংগঠন, সেহেতু এটা স্পষ্ট যে একমাত্র তাদেরই এই পার্টির ও সংগঠনের সভ্য বলে গণ্য করা চলে যারা এই সংগঠনের কাজ করেন এবং স্বভাবতই পার্টির ইচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে মিলিয়ে দেওয়াকে এবং পার্টির সঙ্গে একাত্মভাবে কাজ করাকে তাদের কর্তব্য বলে মনে করেন।' ফলে ব্যক্তি স্বার্থের সাথে পার্টিস্বার্থকে বিলীন করার তত্ত্বটি শিবদাস ঘোষ কর্তৃক প্রথম উত্থাপিত বিষয় কিংবা মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন অবদান বলাটা কোনো ক্রমেই সঙ্গত হয় না।" প্রথমত, স্ট্যালিন আগে বলেছেন না শিবদাস ঘোষ আগে বলেছেন, এভাবে বিষয়টার উত্থাপন করাই অনুচিত। শিবদাস ঘোষ যা কিছু করেছেন স্ট্যালিনের ছাত্র হিসাবে। শিক্ষকদের বক্তব্য ও শিক্ষাকে এভাবেই সুযোগ্য ছাত্ররা প্রয়োজনে সময়োপযোগী করে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেন। প্রসঙ্গত, স্ট্যালিন এই কথাটা লিখেছেন ১৯০৫ সালে যখন বিশ্বে ও রাশিয়ায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির অধঃপতন ঘটেনি, যখন চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধহীনতা এত মারাত্মক রূপ নেয়নি। সেই সময়ে বিপ্লবী দলের সদস্যপদের মাপকাঠি কী হবে, তা নিয়ে মার্তভের সাথে লেনিনের ঐতিহাসিক বিতর্ক প্রসঙ্গে স্ট্যালিন এই বক্তব্যটি উত্থাপন করেছিলেন। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই বক্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

স্ট্যালিন রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে '*সর্বহারা শ্রেণী ও সর্বহারা বিপ্লবী দল*' লেখায় আছে "যখন আমরা পার্টি সংগঠনে যোগ দেব এবং আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে পার্টির স্বার্থের সাথে মিলিয়ে দেব তখনই আমরা পার্টির সদস্য হতে পারব এবং এর ধারাবাহিকতায় প্রলেতারীয় বাহিনীর নেতা হতে পারব।"[৯] ওই লেখারই আর এক জায়গায় মার্তভদের তীব্র প্রতিক্রিয়ার জবাব দিতে গিয়ে মার্তভদের কথার অর্থ কী, তা বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন – "... তাদের কথা শুনবেন না যারা বলে একজন পার্টি সদস্যকে কোন একটি পার্টি সংগঠনে থাকতে হবে এবং নিজের ইচ্ছাকে পার্টির ইচ্ছার অধস্তন করতে হবে। প্রথমতঃ একজন মানুষের পক্ষে এই শর্তগুলি গ্রহণ করা কঠিন। পার্টির কাছে নিজের ইচ্ছাকে গৌণ করা কোন হাসির বিষয় নয় ... মনে হয় মার্তভ সেই সকল অধ্যাপক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য দুঃখিত যারা পার্টির ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের ইচ্ছাকে গৌণ করতে রাজি নয়।"[১০] একই প্রবন্ধের দুইটি অংশ একত্রে পড়লে বোঝা যায়, স্ট্যালিন মার্জার বলতে পারসোনাল ইনটারেস্ট বা উইশেস-কে পার্টি ইন্টারেস্ট বা উইশেস-এর ক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেট করা অধীনস্ত করা বুঝিয়েছেন। ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া বোঝান নি। কারণ সেই যুগে বিপ্লবী আন্দোলনে এই প্রয়োজনীয়তা আসেওনি। স্ট্যালিন যে এটাই বুঝিয়েছিলেন, সেটা পরবর্তীকালে কালিনিন, লিউ শাউ চি-র লেখা থেকেও বোঝা যায়। এই দুটি পুস্তক এক সময় বিশ্বের সর্বত্র কমিউনিস্টদের

অবশ্য পাঠ্য ছিল। '*অন কমিউনিস্ট এডুকেশন*' বইয়ে কালিনিন লিখেছেন, "একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট এর ব্যক্তিগত সমস্যা তার চিন্তায় গৌণ থাকে, যদি পরিবারে অপ্রীতিকর কিছু ঘটে, সেটা অবশ্যই দুঃখজনক কিন্তু আমি মনে করি না এর ফলে সমাজতন্ত্রের কোনো ক্ষতি হবে এবং সুতরাং হাতের কাজটিও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আপনি যদি কেবলই আপনার নিজের কথা এবং পরিবারের কথা ভাবেন আপনি প্রকৃত কমিউনিস্ট হতে পারবেন না।"[১১] অন্য দিকে সেই সময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে মাও সে তুঙের পরই যাঁর স্থান ছিল সেই লিও শাউ চি-ও '*হাউ টু বি এ গুড কমিউনিস্ট*' বইয়ে একই সুরে লিখছেন, "সকল সময়ে এবং সকল প্রশ্নে একজন পার্টি সদস্য সামগ্রিকভাবে পার্টির স্বার্থের বিবেচনা প্রথমে করবেন এবং তাকে সকল কিছুর অগ্রভাগে স্থান দেবেন এবং ব্যক্তিগত বিষয় ও স্বার্থকে দ্বিতীয় স্থানে স্থাপন করবেন। ... একজন পার্টির সদস্য ব্যক্তিগত স্বার্থকে পার্টির সাথে মিলিয়ে দিতে পারে এবং দেয়া উচিত। কিন্তু এর দ্বারা কখনই এটা বোঝায় না যে আমাদের পার্টি তার সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে স্বীকৃতি দিতে চায় না অথবা তাকে উপেক্ষা করতে চায় বা ব্যক্তিসত্ত্বাকে মুছে ফেলতে চায়। পার্টি সদস্যদের ব্যক্তিগত সমস্যা থাকতে পারে যার দিকে নজর দিতে হবে।"[১২] বলা বাহুল্য, কালিনিন ও লিউ শাউ চি-র এই বক্তব্যে স্ট্যালিনের চিন্তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় এবং দুনিয়ার সর্বত্র কমিউনিস্টরা এটাকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৫ সালের পর থেকে ১৯৪৮ সাল – এই দীর্ঘ সময়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নৈতিকতার সংকট অনেক তীব্র হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিবদাস ঘোষ, বলেছিলেন, পূর্বতন কমিউনিস্ট নৈতিকতা মূলত মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই নৈতিকতা দিয়ে আজ আর উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করা যাবে না। তাই তিনি এখনকার দিনের উপযোগী নতুন কমিউনিস্ট নৈতিকতার মান নির্ধারণ করলেন। খালেকুজ্জামান এক সময় শিবদাস ঘোষের এই অবদান স্বীকার করতেন, আজ অস্বীকার করছেন। কিন্তু কেন? তিনি কি বলতে চাইছেন শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিসত্ত্বা ও ব্যক্তিবাদজনিত মানসিকতাকে নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায় ও হাসিমুখে সম্পূর্ণ বিসর্জন না দিয়ে পার্টির স্বার্থের কাছে তাকে সাবঅর্ডিনেট বা সেকেন্ডারি করতে হবে, এই ধারণাটা অনুসরণ করাই আজ তাদের পক্ষে সুবিধাজনক?

অনেক পরিশ্রম করে খালেকুজ্জামান যুবলীগের একটি সভায় লেনিনের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছেন যে লেনিনই সর্বহারা সংস্কৃতির কথা বলে গেছেন। লেনিন বলেছেন এটা ঠিক, কিন্তু তিনি কী বলেছেন দেখা যাক – "আমরা বলি আমাদের নৈতিকতা পুরোপুরিভাবেই সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের অধীনস্ত। আমাদের নৈতিকতার উৎস হল সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থ। ... " লেনিনের এই গাইডলাইন খুবই মূল্যবান। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নৈতিকতারও শ্রেণী চরিত্র থাকে, সর্বহারা নৈতিকতা সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবী সংগ্রামের অধীনস্ত – এই মূল্যবান শিক্ষা লেনিন দিয়ে গেছেন। কিন্তু সর্বহারাশ্রেণীর সেই নৈতিকতার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কী হবে, বুর্জোয়া নৈতিকতার সাথে তার মৌলিক পার্থক্য কোথায় – এ সব প্রশ্নে তিনি আলোকপাত করে যান নি। সেটাই করতে হয়েছে তাঁর পরবর্তী যুগের সুযোগ্য উত্তরসূরী শিবদাস ঘোষকে, যেমন অন্য উত্তরসূরীরাও পূর্বতন শিক্ষকদের শিক্ষার ক্ষেত্রে করেছেন। *মতবাদিক বিতর্ক*-৩-এ খালেকুজ্জামান সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসে স্ট্যালিনের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, প্রকাশভঙ্গিমা বাদ দিলে শিবদাস ঘোষের একাত্মতা সম্পর্কিত বক্তব্যের সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ শিবদাস ঘোষ নতুন কিছু বলেননি, শুধু প্রকাশভঙ্গিটা আলাদা। এ প্রসঙ্গে ১৯০৫ সালে স্ট্যালিনের বক্তব্য সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে।

এখন, ১৯তম কংগ্রেসে স্ট্যালিন বলেছেন, "আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শেরই প্রাধান্য রয়েছে, যার অপরাজেয় ভিত্তি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কিন্তু বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অবশেষ (ভেস্টিজেস) আজও আমাদের দেশে রয়েছে। ব্যক্তি সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নৈতিকতাবোধ ও মানসিকতার ধ্বংসাবশেষ (relics of private property mentality and morality) আজও টিকে আছে। এটি কখনও আপনাআপনি শেষ হয়ে যাবে না। এগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।" এটা তাঁর শেষ জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি। কিন্তু এটা ছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্পর্কেই তাঁর অবজার্ভেশন, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিবাদজনিত মানসিকতা ও নৈতিকতা গুরুত্বপূর্ণ বিপদ – এটা দেখিয়ে এটাকে সম্পূর্ণ তত্ত্বরূপে তিনি আনেননি, সব দেশেই ব্যক্তিবাদের সমস্যাকে ফাইট করতে হবে – এই গাইডলাইন তিনি দিয়ে যান নি। হয়ত আরও কিছু দিন বেঁচে থাকলে দিয়ে যেতেন।

৩) *মতবাদিক বিতর্ক-৪*-এ কমরেড খালেকুজ্জামান বলছেন, "আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে চিন্তাপদ্ধতিতে যে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছিল তাও শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালেই হুঁশিয়ারি দিয়ে দেখিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে।" এটা কি নিছক একটা দাবি, নাকি এক ঐতিহাসিক সত্যের স্বীকৃতি? ১৯৪৮ সালে যখন স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন লৌহদৃঢ় ঐক্য ও সংহত বলে পরিগণিত হত, যার মধ্যে কোনো গুরুতর ত্রুটি ভাবাই প্রশ্নাতীত ছিল; তখন অতি অল্প কয়েকজনকে নিয়ে এসইউসিআই(সি) পার্টি গঠনে শিবদাস ঘোষ সংগ্রামে লিপ্ত, লোকবল, অর্থবল, পার্টি অফিস পর্যন্ত যখন নেই, সেই সময়ে কী অসাধারণ মার্কসবাদী বিচারশক্তির অধিকারী হয়ে শিবদাস ঘোষ এই ধরনের হুঁশিয়ারি দিতে পারলেন, যা এমনকী স্ট্যালিন ও মাও সে তুঙের মতো মহান নেতাদেরও নজর এড়িয়ে গিয়েছিল এবং যে হুঁশিয়ারি পরবর্তীকালে ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। সে সময় বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে যান্ত্রিকতা এতটাই প্রবল ভাবে গড়ে উঠেছিল যে, যতদিন স্ট্যালিন জীবিত ছিলেন, বিশ্বের কমিউনিস্ট দলগুলি ততদিন তাঁর নেতৃত্বকেই অভ্রান্ত বলে মানল, আবার যখন ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে সংশোধনবাদের দিকে পা বাড়ালো, এই সব দলগুলি অন্ধের মতো ক্রুশ্চেভকেই সমর্থন করল। সংশোধনবাদী নেতৃত্বে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির

যখন বিপর্যয় ঘটতে লাগল, তখন এইসব দলগুলিরও বিপর্যয় ঘটল। ইউরোপের ফ্রান্স, ইটালির বিশাল পার্টিগুলো পর্যন্ত ভেঙে পড়ল। একমাত্র ভাঙেনি, বরং শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে চলেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তায় পরিচালিত এসইউসিআই(সি) এবং ১৯৮০ সালে গড়ে ওঠা বাসদ। যখন একের পর এক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ভেঙে পড়ল, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যাপক ভাঙন, হতাশা, দিশেহারা ভাব, তখন বাসদ কোন চিন্তার জোরে শক্তি সঞ্চয় করতে পারল? সে কি খালেকুজ্জামানের 'বৈপ্লবিক' ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের গুণে, না মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার শক্তিতে? খালেকুজ্জামান নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন। আজ বলছেন, 'দাবি করা হয়েছে', অথচ তিনিই ২০১২ সালে প্রকাশিত '*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে*' পুস্তিকার ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এ দুরূহ কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে শুরু থেকে কিছু ঘাটতি ত্রুটি লক্ষ করে শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বলেছিলেন, 'বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের ... এমনকী যুদ্ধ বিগ্রহেও লিপ্ত হয়ে পড়েছে।'" *[পরিশিষ্ট খ (১৬) দেখুন]* '*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে*' পুস্তিকায় প্রায় দুই পৃষ্ঠা জুড়ে শিবদাস ঘোষের এই বক্তব্যটি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখন বলছেন, 'দাবি করা হয়েছে'। কোন খালেকুজ্জামান সঠিক? ২০১২ সালের ১০ জুলাইয়ের না ২০১৩ সালের ২৭ এপ্রিলের? এর উত্তর একমাত্র তিনিই দিতে পারবেন।

৪) *মতবাদিক বিতর্ক*-৩ এ কমরেড খালেকুজ্জামান বলেছেন, "আমরা জানি ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষ সোভিয়েত পার্টির প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। কাজেই কমরেড ঘোষ প্রথম সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, এভাবে দাবি করা ইতিহাসসম্মত কি?" এ প্রসঙ্গে খালেকুজ্জামান ২০১২ সালের ১০ জুলাই প্রকাশিত '*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে*' পুস্তিকায় তিনি নিজে কি বলেছেন সেটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি। এই পুস্তকে ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় খালেকুজ্জামান সিপিএসইউ-র ২০তম কংগ্রেস সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে সিপিসি-র ৮ম কংগ্রেসে প্রদত্ত মাও সেতুঙের বক্তব্য কোট করেন, যেখানে মাও সেতুঙ বলছেন, "সোভিয়েত কমরেডরা, সোভিয়েত জনগণ লেনিনের উপদেশ অনুযায়ীই চলছেন। ... সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে অনেকগুলি সঠিক রাজনৈতিক প্রস্তাবও রচিত হয়েছে এবং পার্টির কাজের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি তীব্রভাবেই নিন্দিত হয়েছে। ভরসা করেই বলা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতে তাঁদের কাজ অসাধারণ রকমের বিপুল সার্থকতা অর্জন করবে।" খালেকুজ্জামান ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত 'পিপলস ডেইলি'র একটি বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, "সিপিএসইউ-র ২০তম কংগ্রেস স্ট্যালিন পূজার উচ্ছেদ সাধনে, স্ট্যালিনের গুরুতর ভুলগুলি উদ্ঘাটনে এবং সে ভুলগুলির ফলাফল নিঃশেষ করার ব্যাপারে প্রচণ্ড দৃঢ়তা ও সাহস দেখিয়েছে।" তিনি স্ট্যালিন সম্পর্কে পরবর্তীকালের একটি মূল্যায়ন উদ্ধৃত করেছেন ৫৪ পৃষ্ঠায়, যেখানে বলা হয়েছে, "স্তালিনের জীবন ছিল ... বিকাশসাধন করেছেন।" *[পরিশিষ্ট খ (১৭) দেখুন]* এই মূল্যায়ন সম্পর্কেও খালেকুজ্জামান বলছেন, "যদিও স্ট্যালিনের সার্বিক মূল্যায়নের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না এবং সিপিএসইউ-র স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করে শোধনবাদের রাস্তা প্রশস্ত করার প্রেক্ষিতে বিবেচনায় তা যথোপযোগী ছিল না।" তিনি ১২ পার্টি ও ৮১ পার্টির দলিল রচনায় সিপিসি-র ভূমিকার সমালোচনা করেন ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৪ পৃষ্ঠায়। ১২ ও ৮১ পার্টির দলিল সম্পর্কে তিনি বলেন, "যে কারণে এতবড় একটা আদর্শিক বিচ্যুতি সবার অলক্ষে যেমন ঘটতে পারল, তেমনি একে সঠিক আদর্শিক দিক থেকে তাৎক্ষণিক ধরা এবং সুস্থ মতবাদিক বিতর্কের মাধ্যমে সমাধানের পথেও এগোনো সম্ভব হল না। একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় ১৯৬০ সালে ৮১ পার্টির মহা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে উভয় বিবৃতিতেই ২০তম কংগ্রেসের যেখানে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হল তাতে চীনের পার্টি সই করল কেন?" এর পর '*সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে*' পুস্তিকার ৫৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখছেন, "সেই সময়ে একটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় ভারতের এসইউসিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিক্রিয়া এবং মূল্যায়ন বিশ্লেষণ এর মধ্যে। সোভিয়েত পার্টির ২০তম কংগ্রেসের তিন মাস পর ১৯৫৬ সালের ২০ মে শিবদাস ঘোষ একটা বক্তৃতা করেছিলেন যার সারসংক্ষেপ তাদের পার্টি পত্রিকা গণদাবী ২৪ জুলাই, ১৯৫৬ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। তাতে দেখা যায়, ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত পার্টিকে প্রধানত সঠিক বললেও (অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আবার সংশোধনবাদী বলে চিহ্নিত করেছিলেন), কংগ্রেসের সিদ্ধান্তমূলক কিছু বিষয়বস্তু উল্লেখ করে যে আলোচনা করেছেন তাতে ছোট পার্টি হিসাবে আন্তর্জাতিক পরিসরে এবং ব্যাপক জাতীয় পরিমণ্ডলে তেমন কার্যকারিতা সৃষ্টি করতে না পারলেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজও রয়েছে বলে আমরা মনে করি।" এর পর তিনি শিবদাস ঘোষের এই সম্পর্কিত কিছু বক্তব্য উক্ত পুস্তিকার ৫৬, ৫৭, ৫৮ পৃষ্ঠায় কোট করেন পাঠকদের অবগতির জন্য। সুতরাং এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, কোন খালেকুজ্জামান সঠিক – ২০১২ সালের, না ২০১৩ সালের? একে ডিগবাজী ছাড়া আর কি বলা চলে?

খালেকুজ্জামান ১৯৫৬ সালে প্রদত্ত শিবদাস ঘোষের বক্তব্যের একটি অংশ বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করে বলছেন, "এ বক্তব্য থেকে কি বোঝা গেল যে কমরেড শিবদাস ঘোষ সংশোধনবাদের সিংহদ্বার উন্মোচন বিষয়ে কিছু বলেছেন? ... আমরা জানি, ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষ সোভিয়েত পার্টির প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। কাজেই কমরেড ঘোষ প্রথম সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, এভাবে দাবি করা ইতিহাসসম্মত কি?" প্রথমত উল্লেখ করা দরকার, খালেকুজ্জামান নিজেই ১৯৫৬ সালে ২০ মে ২০তম কংগ্রেসের মাত্র তিন মাস পরে শিবদাস ঘোষ যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে বলেছিলেন, "কংগ্রেসের সিদ্ধান্তমূলক কিছু বিষয়বস্তু উল্লেখ করে যে আলোচনা করেছেন তাতে ছোট পার্টি হিসাবে আন্তর্জাতিক পরিসরে এবং ব্যাপক জাতীয় পরিমণ্ডলে তেমন কার্যকারিতা সৃষ্টি করতে না পারলেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজও রয়েছে বলে

আমরা মনে করি।" উপরোক্ত ধারণার সপক্ষে তিনি শিবদাস ঘোষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোটেশনও উল্লেখ করেন। অর্থাৎ তিনি ২০তম কংগ্রেস, ১২ ও ৮১ পার্টির দলির প্রশ্নে সিপিসি-র সমালোচনা ও শিবদাস ঘোষের প্রশংসা করেছিলেন। আজ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই বলছেন। এখানে বলা দরকার, '২০তম কংগ্রেস সংশোধনবাদের সিংহদ্বার উন্মোচন করেছে' – শিবদাস ঘোষের এই বক্তব্য কোনও প্রকাশিত পুস্তিকায় নেই। কিন্তু এই মন্তব্যটি তিনি ১৯৫৬ সালের মে মাসের বক্তৃতাতেই করেছিলেন, সেই বক্তৃতা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়নি, সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শিবদাস ঘোষ নিজেই চাননি এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হোক, যেমন তিনি সিপিসি-র নবম পার্টি কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা প্রকাশ হতে দেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত সিপিসি নিজেই নবম কংগ্রেসের সমালোচনা করে বক্তব্য না রেখেছে। কারণ শিবদাস ঘোষ যৌক্তিক অনুমানের ভিত্তিতে বলেছিলেন এবং সিপিসি-র মতো মহান পার্টির মর্যাদা নষ্ট হতে দেননি। ১৯৫৬ সাল থেকে পরবর্তী কয়েক বছর – যতক্ষণ পর্যন্ত এটা নিঃশংসয়ে প্রমাণিত হয়েছে সোভিয়েত পার্টি ডিজেনারেট করছে – তিনি সিপিএসইউ সম্পর্কেও একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছিলেন। অন্য দিকে ১৯৫৬ সাল থেকেই সিপিএসইউ এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি সংশোধনবাদী ভূমিকার তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, ১৯৬২ সালে সিপিসি প্রথম সিপিএসইউ-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খোলার আগে থেকেই করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত পার্টির সাথে চীনের পার্টির প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক যোগাযোগ ছিল, দুই দেশের পারস্পরিক নিয়মিত যাতায়াত ছিল, যার কোনো সুযোগই এসইউসিআই(সি)-র ছিল না। এ অবস্থাতেও তিনি ১৯৫৬ সালের মে মাসের বক্তৃতায় যে সঠিক হুঁশিয়ারি দিতে পেরেছিলেন, সেটা খুবই বিস্ময়কর। যখন সিপিসি-সহ বিশ্বের সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টি (আলবেনিয়াসহ) ২০তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে স্বাগত জানাচ্ছে, তখন শিবদাস ঘোষই একমাত্র কণ্ঠস্বর যিনি ২০তম কংগ্রেসের কিছু বিশ্লেষণের তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন, "কোনও সন্দেহ নেই যে, ক্রুশ্চেভের এই চিন্তা বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনে শোধনবাদী-সংস্কারবাদী প্রবণতার জন্ম দিতে সাহায্য করবে।" লক্ষণীয়, তাঁর পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ক্রুশ্চেভকে সরাসরি সংশোধনবাদী আখ্যা না দিলেও তাঁর চিন্তা যে সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদকে শক্তিশালী করছে, এটা তিনি দেখিয়েছিলেন। কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও মাত্র তিন মাসের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কতটা মার্কসবাদী প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি থাকলে সম্ভব, সেটা অনুমান করাও কঠিন। সেদিন বিশ্বের অন্য কোনো কমিউনিস্ট পার্টি কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিল?

৫) *মতবাদিক বিতর্ক*-৩ লেখায় কমরেড খালেকুজ্জামান 'সাঁর্ত্রের এগজিসটেনসিয়ালিজম সম্পর্কে মূল বিষয়গুলো এড়িয়ে গিয়ে দু'কথায় উপসংহার টেনে বলেছেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ ধারণা আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ... বুর্জোয়া সমাজের বিচ্ছিন্নতা, হতাশা, শোষণজনিত বঞ্চনা, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে দিশাহীনতার সময়ে এ ধারণার জন্ম। কমরেড শিবদাস ঘোষ এ বিষয়টি তার দু'টি বক্তৃতায় আলোকপাত করেছেন। এ সমস্যার গভীরতা এবং তার ফলাফল নিয়ে আরও বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে। সমাজে কেন বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষ কিভাবে তা থেকে মুক্ত হতে পারে এ দার্শনিক আলোচনা এখনও চলছে আরও চলবে।" একদিকে তিনি বলছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ এ সমস্যায় আলোকপাত করেছেন, অপরদিকে তিনিই বলছেন, এ সমস্যার গভীরতা এবং তার ফলাফল নিয়ে আরও বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে।

'মূল্যবোধের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা', 'কমিউনিজমও ধর্মীয় মূল্যবোধের মতো আর একটা ডগমা', 'ডিকটেটরশিপ অফ দি প্রলেতারিয়েত ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরণ করে', 'যে কোনও ব্যক্তিই তার ইচ্ছামতো যে কোনো কাজ করতে পারে কারণ ম্যান ইজ কনডেমড টু ফ্রিডম' ইত্যাদি যেগুলি এগজিসটেনসিয়ালিজমের মাধ্যমে দর্শনগত আক্রমণ, যা বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের প্রয়োজনীয় উগ্র ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রচার করে সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে এক বিপজ্জনক আক্রমণ হিসাবে গ্রেট ডিপ্রেশনের পরে এল – তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বার্থে শিবদাস ঘোষই একমাত্র মার্কসবাদী দার্শনিক হিসাবে দর্শন-আদর্শগত সংগ্রাম করেছেন – এ কথা স্বীকার করতে খালেকুজ্জামানের আপত্তি কোথায়? তিনি কি দেখাতে পারেন অন্য কোনো মার্কসবাদী অথরিটি এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করেছেন? নাকি এই বিষয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না? শিবদাস ঘোষের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে এক দিকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে না পেরে বলছেন, 'আলোকপাত করেছেন', অন্য দিকে তাঁর ভূমিকাকে লঘু করবার জন্য 'আরও বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে' – এ কথা বলে বোঝাতে চেয়েছেন শিবদাস ঘোষের আলোচনাও যথেষ্ট নয়। খালেকুজ্জামান কি শিবদাস ঘোষের মূল্যবান ভাষণ '*ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য*' পুস্তিকাটি মন দিয়ে পড়েছেন? না হলে আর একবার পড়ুন। তাহলে বুঝতে পারবেন, এ ধরনের দুর্বল চেষ্টার দ্বারা শিবদাস ঘোষের ভূমিকাকে লঘু করা যায় না। তিনি যে বিষয়গুলি তুলেছেন, সেগুলি ছাড়াও আরও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা শিবদাস ঘোষ করেছেন, যার তাৎপর্য বোঝার জন্য জ্ঞানের গভীরতা দরকার। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এতবড় আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব কি ইতোপূর্বে আলোকপাত করেছেন?

৬) *মতবাদিক বিতর্ক*-৩ লেখায় ফ্যাসিবাদ প্রশ্নেও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে শিবদাস ঘোষের আর একটি ঐতিহাসিক অবদানকে না পারছেন স্বীকার করতে, না পারছেন অস্বীকার করতে। তাই অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে ফ্যাসিবাদ শব্দের উৎপত্তি নিয়ে কে কী কবে বলেছিল তার এক ফিরিস্তি দিয়েছেন। কিন্তু শিবদাস ঘোষের মূল্যায়নই একমাত্র সঠিক, তা বলতে পারছেন না। এ সম্পর্কে বাসদ প্রকাশিত একটি বইয়ের একটি অংশ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই। 'সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন : বিদ্যমান পরিস্থিতি ও করণীয়' পুস্তিকায় বলা হয়েছে, "সামন্ত্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানবসভ্যতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সময় পুঁজিবাদ যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, যুক্তিবাদ ও

সাম্যের কথা বলেছিল, ফ্যাসিবাদ ঠিক তার বিপরীত। ফ্যাসিবাদ হল বিজ্ঞানের কারিগরি দিক ও আধ্যাত্মবাদী তমসাচ্ছন্ন চিন্তার বিচিত্র সংমিশ্রণ, ফ্যাসিবাদ হল সর্বহারা বিপ্লবকে প্রতিহত করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে সামগ্রিক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান – মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি, লেনিন-স্ট্যালিন-মাওসেতুঙের শিক্ষার ধারাবাহিকতায় এসত্য তুলে ধরেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি আরও দেখান – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের সামরিক শক্তির পরাজয় ঘটলেও ফ্যাসিবাদের সামগ্রিক পরাজয় ঘটেনি বরং যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় বিশ্বপুঁজিবাদের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব বিনষ্ট হওয়া এবং দেশে দেশে সর্বহারা বিপ্লবের বিজয় প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পটভূমিতে অগ্রসর অনগ্রসর সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই ফ্যাসিবাদ আজ সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। তিনি আরও দেখান – কেবল সামরিক স্বৈরতন্ত্রই নয়, বাইরে সংসদীয় গণতন্ত্রের ঠাঁটবাট বজায় রেখে, দ্বিদলীয় এমনকী বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার আড়ালে ফ্যাসিবাদ বুর্জোয়া দুনিয়ার সমস্ত দেশের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।" *[সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন : বিদ্যমান পরিস্থিতি ও করণীয়, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা : ২৯]*

বাসদ প্রকাশিত বই থেকে এই উদ্ধৃতিটি কি এখন খালেকুজ্জামানের গলায় কাঁটার মতো বিঁধছে? ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ইতোপূর্বে কোনো আন্তর্জাতিক অথরিটি/নেতা কি এ ধরনের মার্কসবাদ-সম্মত সামগ্রিক বক্তব্য রেখেছেন?

৭) কমরেড খালেকুজ্জামান কমিউনিস্ট আচরণবিধি সম্পর্কে শিবদাস ঘোষের মূল্যবান আলোচনার বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গিয়ে আচরণবিধি সম্পর্কে কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অবতারণা করেছেন এবং মাও সেতুঙের একটি কোটেশন দিয়ে শেষ করেছেন। কিন্তু একবারও স্বীকার করতে পারলেন না যে, অন্য মার্কসবাদী অথরিটিরা আচরণবিধি নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের শিক্ষার ধারাবাহিকতায় শিবদাস ঘোষ বর্তমান মানবতাবাদী মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে এবং ব্যক্তিবাদজনিত সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে আচরণবিধি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, সেটা আরও উন্নত, সমৃদ্ধ এবং বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেই প্রযোজ্য।

৮) কেন শিবদাস ঘোষকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি বলা চলে না, তা দেখাতে গিয়ে খালেকুজ্জামান বলছেন, "আন্তর্জাতিক তথা বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা হিসাবে কাউকে উপস্থাপন করতে হলে প্রথমে দরকার যারা এ উদ্যোগ নেবেন তাদেরকে বিশ্বের দেশে দেশে বিপ্লবী সংগ্রামে নিয়োজিতদের সামনে নিজস্ব যুক্তিসহ আবেদন হাজির করতে হবে। তারপর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, যুক্তি–তর্ক, মতাদর্শিক পর্যালোচনা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে একটা মতে আসতে হবে। অন্তত প্রথমে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিসমূহের মাঝে আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে আন্তর্জাতিক অথরিটির দাবি যৌক্তিক কিংবা নৈতিক হয় না।"

প্রশ্ন হচ্ছে, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সেতুঙ – এঁদের অথরিটি গণ্য করার ক্ষেত্রে কখনও কোথাও এই ধরনের আলোচনা বা তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল কি? কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিপথে এঁদের শিক্ষা ও অবদানকে যে সব কমিউনিস্ট দল বা কমিউনিস্টরা গাইডলাইন হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছে এঁরা অথরিটি হিসাবে গণ্য হয়েছেন। কোনো কালে কোথাও বৈঠক করে কাউকে অথরিটি হিসাবে ঘোষণা করার কোনো প্রস্তাবও নেওয়া হয়নি।

অথরিটি দুই ধরনের থাকে। লেনিন যেমন বলেছেন, "We do not regard Marxist theory as something completed and inviolable; on the contrary we are convinced that it has only laid the corner stone of the science which socialists must further advance in all directions if they wish to keep pace with life." লেনিনের এই শিক্ষা অনুযায়ী যাঁরা চলমান জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে উদ্ভূত দর্শনগত বিজ্ঞানগত রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত এবং সংগঠনগত প্রশ্নগুলিতে মার্কসবাদের ভিত্তিতে নতুন আলোকপাত করেন তাঁরাই সাম্যবাদী আন্দোলনে আন্তর্জাতিক অথরিটি হিসাবে গণ্য হন। কেউ কুযুক্তি করে গায়ের জোরে এ কথা অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা সত্য পাল্টে যায় না। এ প্রসঙ্গে লেনিনের অপর একটি বক্তব্য লক্ষণীয়। তিনি বলছেন, "আমরা মনে করি মার্কসবাদী তত্ত্বের একটি স্বকীয় ব্যাখ্যা যা রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন এজন্য যে এই তত্ত্ব সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি তুলে ধরেছে যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের থেকে ফ্রান্সে ভিন্ন, ফ্রান্সের থেকে জার্মানিতে ভিন্ন এবং জার্মানি থেকে রাশিয়ায় ভিন্ন।"[১৩] যাঁরা লেনিনের শিক্ষা সুনির্দিষ্ট ভাবে নিজ দেশে কংক্রিটাইজ করে প্রয়োগ করতে পারেন, তাঁরা সেই দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনে অথরিটি হিসাবে গণ্য হন। অবশ্য প্রথমোক্ত আন্তর্জাতিক অথরিটিরা একই সঙ্গে দুটি ভূমিকাই পালন করেছেন।

বাসদ শিবদাস ঘোষকে অথরিটি হিসাবে মানবে কিনা, এটা এতদিন দলে কোনো প্রশ্ন হিসাবেই ছিল না। কারণ গোটা দলটা গড়ে উঠেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে শিবদাস ঘোষের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, উন্নত ও সমৃদ্ধ উপলব্ধির ভিত্তিতে। ফলে শিবদাস ঘোষ দলে প্রথম থেকেই অঘোষিত অথরিটি হিসাবেই ছিলেন। তাই দেখা যায়, পার্টি গঠনপর্বে, ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে' পুস্তিকার অধিকাংশ পাতায় শিবদাস ঘোষের নাম উল্লেখ না করে তাঁর বক্তব্য তুলে দেওয়া হয়েছে অথবা কোথাও কোথাও তাঁরই বক্তব্য কিছু শব্দের অদলবদল করে দেওয়া হয়েছে। ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশনে উপস্থিত করা 'সাংগঠনিক-রাজনৈতিক প্রতিবেদন' পুস্তিকায় বাসদ কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের তালিকায় যেসব মার্কসবাদী চিন্তানায়কের পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে মার্কস-এঙ্গেলসের একমাত্র রচনা হিসাবে আছে '*কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*'। বাকি মার্কসবাদ সংক্রান্ত সকল পুস্তক শিবদাস ঘোষের বক্তব্য। যেমন এতে আছে '*মার্কসবাদ ও মানব সমাজের*

বিকাশ প্রসঙ্গে', '*মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক*', '*বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি ও কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামের কয়েকটি দিক*', '*চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত মিলিটারি হস্তক্ষেপ, রাশিয়ায় সংশোধনবাদের বিপদ ও পুঁজিবাদের বিপদ প্রসঙ্গে*' এবং '*শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে*'। এগুলি কি নিছক সহজবোধ্য বাংলায় ভাষণ বলে ছাপিয়েছেন? অন্য কোনো মার্কসবাদী অথরিটির কোন পুস্তকের বঙ্গানুবাদ খুঁজে পাননি?

এছাড়া খালেকুজ্জামান ২০১২ সালের ১০ জুলাই প্রকাশিত 'সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে' পুস্তিকায় তাঁর প্রতিবাদ্য বিষয় প্রমাণ করার জন্য অন্য মার্কসবাদী অথরিটিদের কোট ও রেফার করলেও বাস্তবে মার্কসবাদী অথরিটি হিসাবে শিবদাস ঘোষকে সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ প্রায় ১১ বার কোট ও রেফার করেছেন। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে তিনি হয়ত এই ত্রুটি সংশোধন করে নেবেন। তাছাড়া '*সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন*' পুস্তিকার এক জায়গায় শিবদাস ঘোষের ফ্যাসিবাদ সম্পর্কিত বক্তব্য তুলে ধরে বলা হয়েছে, "মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি, লেনিন-স্ট্যালিন-মাওসেতুঙের শিক্ষার ধারাবাহিকতায় এসত্য তুলে ধরেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ"। আরেক জায়গায় তাঁকে কোট করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "লেনিন ও স্ট্যালিনের শিক্ষাগুলির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে ভারতের বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদের 'অর্থনীতির সামরিকীকরণ' বৈশিষ্ট্যটি আরও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।" এই দুটি এক্সপ্রেশন কি শিবদাস ঘোষকে অথরিটি হিসাবে মানার সাক্ষ্য দিচ্ছে না?

২০১১ সালে নভেম্বর মাসে বাসদ প্রকাশিত '*বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি : অতীত ও বর্তমান*' পুস্তিকায় কী বলা হয়েছে? বলা হয়েছে, "... জাসদ হওয়ার পর এক তাত্ত্বিক সংকটের মধ্যে স্লোগান উঠেছিল – 'আমরা লড়ছি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য'। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? বিপ্লব কী ধরনের হবে? বিপ্লবের স্তর কী? দল যেটা গড়তে হবে, সেটা কেমন হবে? দলের নীতিগত পদ্ধতিগত সংগ্রাম কী হবে? এ বিষয়গুলি ছিল অস্পষ্ট। তার সম্বন্ধে কোনো পরিস্কার ধারণা আমাদের নেই। সে সময় কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাভাবনা আমাদের পার্টির নেতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মাধ্যমে আমরা পেলাম। ... যারা সেদিন বিপ্লব চেয়েছে, বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা চেয়েছে, তাদের কাছে এটা যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল ... একটা পার্টি গঠনে লেনিনীয় যে নীতিপদ্ধতি, ৫৯টা পয়েন্ট করে থার্ড ইন্টারন্যাশনালে যেটা লিপিবদ্ধ হয়েছিল, সেখানে কিছু বিষয় আমাদের কাছে পরিচ্ছন্ন ছিল না। ফলে খণ্ডিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপনা ছিল, কিন্তু সামগ্রিকতায় একটা দিক নির্দেশনা আমাদের সামনে ছিল না। সেক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সেটার মধ্য দিয়ে সামগ্রিকতায় একটা দিকনির্দেশনা আমাদের সামনে পরিস্কার হয়ে আসে, ... মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সেতুঙ-এর চিন্তাভাবনার একটি বিকশিত ধারণার উপলব্ধি যেগুলি শিবদাস ঘোষ নিয়ে এলেন, সেক্ষেত্রে চিন্তার ঐক্য, উদ্দেশ্যের ঐক্য, দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য, যৌথ জীবন, যৌথ নেতৃত্ব, ব্যক্তিবাদের সমস্যা, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পার্টি, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁর যে একটা ব্যাপক ডিসকোর্স, এর একটা ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করে সেটা আত্মস্থ করা ... যখন শিবদাস ঘোষের বই পড়ি, তখন মনে হয়েছিল এরকম একটা বিষয় তো চেয়েছিলাম ..., দ্বিতীয়ত, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপী সংগ্রাম। স্ট্যালিন কথাটা বলেছেন সাধারণভাবে, আর সেই শিক্ষা নিয়ে শিবদাস ঘোষ যখন পয়েন্ট করে বলেছেন তখন তার তাৎপর্য ভিন্ন হয়ে যায়।" এই পুস্তিকাটি খালেকুজ্জামান আরেকবার পড়ে দেখবেন? এই প্রশ্নে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য, বাসদ মুখপত্র ভ্যানগার্ডে ২০১১ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ৫ আগস্ট শিবদাস ঘোষ সম্পর্কে খালেকুজ্জামান কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "মার্কসবাদী দর্শনকে হাতিয়ার করে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষ এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। শোধনবাদী চিন্তা ও সংস্কারবাদ যখন বিপ্লবী আন্দোলনের পথে প্রধান বিপদ হিসেবে দেখা দিচ্ছিল এবং বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল তখন তাঁর বিশ্লেষণ সমস্যার কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল। শুধুমাত্র রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবন ও জ্ঞানজগতের সর্বস্তরকে ব্যাপ্ত করে যথা বিজ্ঞান ও দর্শন, নীতি-নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও শিল্পসাহিত্য সমস্তবিষয়ে লেনিন-পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলোকে ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নতুন ও সুনির্দিষ্ট মূর্ত উপলব্ধি গড়ে তোলেন। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও তার তাৎপর্যকে তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণ ও দল গড়ে তোলার সংগ্রাম আজ সারা দুনিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক।" এ কোন খালেকুজ্জামান বলছেন, আজকের খালেকুজ্জামান তাঁকে চিনতে পারবেন কি? প্রকৃতপক্ষে ২০১২ সাল পর্যন্ত শিবদাস ঘোষ সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন এবং কার্যত তাঁকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, ২০১৩ সালের খালেকুজ্জামান তাঁর পূর্বতন বক্তব্যকেই খণ্ডন করেছেন 'মতবাদিক বিতর্ক'-এর নামে। এক খালেকুজ্জামানের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে আরেক খালেকুজ্জামানকে, এটাই ইতিহাসের নির্মম পরিহাস!

এ কথা অস্বীকার করা ভুল হবে যে, তিনি প্রথম দিকে সৎ ও আন্তরিকতার সাথেই শিবদাস ঘোষকে শিক্ষক ও অথরিটি গণ্য করে সংগ্রামে নেমেছিলেন এবং একটা স্তর পর্যন্ত তাঁরও অগ্রগতি ঘটছিল, শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে প্রয়োগ করে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাসদ-এর অগ্রগতি ঘটছিল। একটা স্তর পর্যন্ত এটা ছিল। কিন্তু পরবর্তী স্তরে দলের শক্তি ও গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে নেতা হিসাবে তাঁর প্রচার, বক্তা হিসাবে প্রচার, অন্য বাম দলগুলির কাছে গুরুত্ব পাওয়া তাঁর মধ্যে ব্যক্তিবাদী প্রবণতা ও অহমকে বাড়িয়ে তোলে। প্রথমদিকে যৌথ জীবনযাত্রার সংগ্রামে অংশ নিলেও পরবর্তীকালে তা বাদ দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে পার্টি অফিসে থাকতে শুরু

করলেন। আমাদের দলের নেতা-কর্মীদের উন্নত রাজনৈতিক চেতনার মান এবং সাংস্কৃতিক মান গড়ে ওঠার যে দুর্বলতা ছিল সে কারণে নেতা-কর্মীদের মধ্যে যথার্থ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও ঘাটতি ছিল। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিল প্রধানত তাঁরই। কিন্তু তিনি সে দায়িত্ব এড়িয়ে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার পথ পরিহার করা, এমনকি সমালোচনা ও সমালোচকদের সহ্য করতে না পেরে প্রতিশোধাত্মক আচরণ করা, আমলাতান্ত্রিক আচরণ করা, যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত না নিয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে হাঁটতে শুরু করলেন। এসব বুর্জোয়া ভাইসেস তাঁর প্রথম জীবনের সংগ্রামের ছেদ ঘটায় এবং ধীরে ধীরে অধঃপতন হতে থাকে। প্রথম দিকে তিনি আন্তরিকভাবেই শিবদাস ঘোষের শিক্ষা উল্লেখ করতেন, পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে শিবদাস ঘোষকে রেফার করা অনেকটা প্রাগমেটিক প্রয়োজন থেকে করতে থাকেন দলের কর্মীদের শিবদাস ঘোষ সম্পর্কে আবেগ লক্ষ করে। ইতোমধ্যে দলের অভ্যন্তরে শিবদাস ঘোষের শিক্ষার চর্চার ফলে পরবর্তী স্তরের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, তারই মাধ্যমে তাঁরা খালেকুজ্জামানের পরিবর্তন, ত্রুটি-বিচ্যুতি এগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে থাকেন এবং নানাভাবে ব্যক্ত করতে থাকেন। যত তিনি এটা উপলব্ধি করতে থাকেন, তত বিপদ বুঝে ধীরে ধীরে শিবদাস ঘোষের গুরুত্ব ও অথরিটি লঘু করার চেষ্টায় লিপ্ত হন। চেতনার নিম্নমান, দল ও নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, শৃঙ্খলা সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণা ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে তিনি শিবদাস ঘোষের চিন্তার বিরুদ্ধে কমরেডদের নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই তিনি নিজেকে আমাদের দলের আদর্শিক ভিত্তি, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এরপর দুটি লাইনের বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে।

এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে যে, যতবড় ক্ষমতাবানই হোক না কেন, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনসংগ্রামের মূল লাইন থেকে বিচ্যুত হলে তার পতন অনিবার্য। তাই কমিউনিস্ট আন্দোলনেও বলা হয়, নো বডি ইজ ইনফলিবল। ইতোপূর্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক, সিপিএসইউ, সিপিসি'র কত বিখ্যাত নেতার অধঃপতন ঘটেছে, যাদের সাথে জ্ঞানে, সংগ্রামে খালেকুজ্জামানের কোনো তুলনাই চলে না। তাই শিবদাস ঘোষ বলতেন, বিপ্লবী চরিত্র অর্জন ও রক্ষার জন্য সমগ্র জীবনব্যাপী সর্বাত্মক নিরন্তর সংগ্রাম চাই। একটু শৈথিল্য, আপস বড় বিপর্যয় আনবে। নিজের সম্পর্কেও বলতেন, আমি যে কমিউনিস্ট থাকলাম আমাকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাস্তবে গড়ে ওঠা অথরিটিকে অস্বীকার করলে তা যেমন কোনো শ্রমিক দলের বিচ্যুতি ও অবলুপ্তি ঘটায়, তেমনই আবার যিনি যথার্থভাবে অথরিটি হিসাবে গড়ে ওঠেননি, তাকে গ্রহণও দলের বিচ্যুতি ও অবলুপ্তি ঘটায়।

যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় নতুন করে যথার্থ বিপ্লবী দল হিসাবে বাসদ-কে গড়ে তোলার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন, তাঁদেরও এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকে মূল্যবান শিক্ষা নিতে হবে।

পরিশিষ্ট ক

১। "The development of the proletariat proceeds everywhere amidst internal struggle. ... And when like Marx and myself, one has fought harder all one's life long against the alleged socialist than against anyone else (for we only regarded the bourgeosie as a class and hardly ever involved ourselves in conflicts with individual bourgeois), one cannot greatly grieve that the inevitable struggle has broken out ... "

২। "To expound Leninism means to expound the distinctive and new in the works of Lenin that Lenin contributed to the general treasury of Marxism and that is naturally connected with his name." (Stalin - Problems of Leninism)

"We do not regard Marxist theory as something completed and inviolable; on the contrary, we are convinced that it has only laid the corner-stone of the science, which, socialists must further advance in all directions if they wish to keep pace with life." (Lenin, Vol II, p. 492)

৩। "The whole truth about Leninism is that Leninism not only restored Marxism, but also took a step forward, developing Marxism further under the new conditions of capitalism and of the class struggle of the proletariat. Leninism is the Marxism of the era of imperialism and the proletarian revolution." (Stalin - Problems of Leninism)

৪। "In the pre-revolutionary period, the period of more or less peaceful development, when the parties of the Second International were the predominant force in the working-class movement and parliamentary forms of struggle were regarded as the principal forms-under these conditions the Party neither had nor could have had that great and decisive importance which it acquired afterwards, under conditions of open revolutionary clashes. ... But matters have changed radically with the dawn of the new period. The new period is one of open class collisions, of revolutionary action by the proletariat, of proletarian revolution, ... Hence the necessity for a new party, a militant party, a revolutionary party, ...

This new party is the party of Leninism. What are the specific features of this new party? 1) The Party as the advanced detachment of the working class. ... 2) The Party as the organised detachment of the working class. ... 3) The Party as the highest form of class organisation of the proletariat. ... 4) The Party as an instrument of the dictatorship of the proletariat. ... 5) The Party as the embodiment of unity of will, unity incompatible with the existence of factions. ... 6) The Party becomes strong by purging itself of opportunist elements. ..." (Stalin - Problems of Leninism)

৫। "The organic unity in the Communist Party organisation must be attained through democratic centralism. Democratic centralism in the Communist Party organisation must be a real synthesis, a fusion of centralism and proletarian democracy. This fusion can be achieved only on the basis of constant common activity, constant common struggle of the entire party organisation."

৬। "To establish and consolidate the Party means estabishing and consoliding unity amongst all Russian Social-Democrats and ... such unity cannot be brought about by decree; it cannot be brought about by, let us say, a meeting of representatives passing a resolution. Definite work must be done to bring it about. In the first place, it is necessary to bring about unity of ideas which will remove the differences of opinion and confusion."

৭। "There can be no absolute infallible and unalterable form of organisation for the comunist parties. The conditions of the proletarian class struggle are subject to changes in a continuous process of evolution, and in accordance with these changes, the organisation of the proletarian vanguard must be constantly seeking for the corresponding forms."

৮। "Only when we join one of the party organisation and thus merge our personal interests with the party's interest can we become party members and, consequently, real leaders of the proletarian army."

৯। "... don't listen to those people who maintain that a party member must belong to one of the party organisations and thus subordinate his wishes to the wishes of the party. In the first place, it is hard for a man to accept these conditions, it is not joke to subordinate one's wishes to those of the party… It looks as though Martov is sorry for certain professors and high school students who are loth to subordinate their wishes to the wishes of the party. .... "

১০। "A real communist's personal trouble occupy a subordinate place in his mind, if something unpleasant happens in the family, it is painful, of course, but I do not think socialism would suffer as a result, and hence the job on hand should not suffer either. It goes without saying that if you are concernned solely with domestic affairs, if you always think only of yourself and your Felsla, you will not be a real comunist."

১১। "At all times and all question a party member should give first consideration to the interest of the party as a whole and put them in the foremost and place personal matters and interests second. ... a party member can and must completely merge his personal interests with those of the party. ...But this by no means implies that our party does not recognise, or brushes aside, the personal interest of its members or that it wants to wipe out their individualality. Party members do have their personal problems to attend to ..."

১২। "We think that an independent elaboration of the Marxist theory is especially essential for Russian socialist, for this theory provides only general guiding principles, which, in particular, are applied in England differently from France, in France differently from Germany and in Germany differently from Russia."

পরিশিষ্ট খ

(১) ১৯৮১ সালের মার্চে প্রকাশিত *'সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে'* পুস্তিকার (৪র্থ সংস্করণ, মার্চ ২০১১) ৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "... যেকোন রাজনৈতিক দলই কোনও না কোনও শ্রেণীর দল অর্থাৎ উৎপাদন বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে একটি দেশে যে শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব থাকে, তার কোন না কোন একটির রাজনৈতিক আদর্শগত ও নৈতিক আশা-আকাঙ্খাগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করার রাজনৈতিক অস্ত্রই হচ্ছে সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক দল।" এটি নেওয়া হয়েছে *শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠা থেকে : "যে কোন রাজনৈতিক দলই কোনও না কোনও শ্রেণীর দল। অর্থাৎ উৎপাদনের বিকাশের একটি ঐতিহাসিক স্তরে একটি দেশে যে শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব বর্তমান থাকে তার কোন না কোন একটির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শগত ও নৈতিক আশা-আকাঙ্খাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার রাজনৈতিক অস্ত্রই হচ্ছে সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক দল।"

(২) *'সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে'* পুস্তিকার ৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "... যা একটি বিশেষ শ্রেণীগত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী (Definite world outlook) এবং সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী চিন্তাগত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির (Class methodological approach of problems) উপরই গড়ে ওঠে" নেওয়া হয়েছে *শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী*র দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৭ থেকে : "... যা একটি বিশেষ শ্রেণীগত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী এবং সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী চিন্তাগত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ওপরেই গড়ে ওঠে।"

(৩) *'সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে'* পুস্তিকার পৃষ্ঠা ৭-এ উল্লেখিত, "... লেনিন একই সাথে পশ্চাদপদ দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নে শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবীদের (Declassed intellengtia) তত্ত্বটিকেও এনেছেন", এটা নেওয়া হয়েছে *শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠা থেকে : "... লেনিন একই সাথে পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নে শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবীদের (ডি-ক্লাসড্ ইনটেলিজেনশিয়া'র) তত্ত্বটিও তুলে ধরেছিলেন।"

(৪) *'সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে'* পুস্তিকায় ৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "... কারণ, পশ্চাদপদ দেশগুলিতে সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতি নানা কারণের জন্য স্বভাবতই বেশীরভাগ কর্মীরা আসবে গ্রামীণ এবং শহুরে বুদ্ধিজীবী নিম্ন-মধ্যবিত্ত পেটি-বুর্জোয়া পরিবার থেকে। এজন্যই পার্টির শ্রেণী চরিত্রের গ্যারান্টি গড়ে তোলার জন্য শ্রেণীচ্যুত সর্বহারা বিপ্লবী (Declassed proletarian revolutionary) হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রামটি পার্টি গঠনের প্রশ্নে এসব দেশে অতি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম" – এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠা থেকে : "... কারণ এই সমস্ত পশ্চাদপদ দেশগুলিতে সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতি নানা কারণের জন্য স্বভাবতঃই বেশীরভাগ পার্টি কর্মীরা আসবে গ্রামীণ এবং শহরের বুদ্ধিজীবী নিম্নমধ্যবিত্ত পেটি-বুর্জোয়া পরিবার থেকে। এবং এজন্যই পার্টির শ্রেণীচরিত্রের গ্যারান্টি গড়ে তোলার জন্য 'ডি-ক্লাসড্ প্রোলেতারিয়ান রেভোলিউশনারি' হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রামটি পার্টি গঠনের প্রশ্নে এসব দেশে অতি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম।"

(৫) *'সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে'* পুস্তিকার ৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "... একজন শ্রমিক, সে শ্রমিক বলেই সাথে সাথেই বিপ্লবী হয়ে যায় না। কারণ, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে একজন শ্রমিকের যে অবস্থান, সেখানে তার চিন্তাভাবনা, তার মনন, তার সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস সবই বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এমনকি বিচার করলে দেখা যাবে তার মনের মধ্যে যে শ্রেণী মানসিকতা কাজ করে, তাও বুর্জোয়া শ্রেণীগত চেতনার কাঠামোর মধ্যেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও ঈর্ষাকে কেন্দ্র করে এক একটি মানসিকতা মাত্র। অথচ সর্বহারা শ্রেণীচেতনার রূপই তা নয়। সর্বহারা শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন লোকের বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়াইটা হচ্ছে নৈব্যক্তিক শ্রেণীসংগ্রাম (Impersonal class fight)।" অংশটুকু নেওয়া হয়েছে *শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬২ পৃষ্ঠা থেকে : "... একজন শ্রমিক শুধু শ্রমিক বলেই সাথে সাথেই বিপ্লবী হয়ে যায় না। কারণ, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে একজন শ্রমিকের যে অবস্থান, সেখানে তার চিন্তাভাবনা, তার মনন, তার সংস্কৃতি, আচরণ, অভ্যাস – এসবই বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এমনকী বিচার করলে দেখা যাবে, তার মনের মধ্যে যে 'ওয়ার্কার্স কমপ্লেক্স'-টা কাজ করে, তাও বুর্জোয়া শ্রেণীগত চেতনার কাঠামোর মধ্যেই মলিকদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও ঈর্ষাকে কেন্দ্র করে এক একটি 'কমপ্লেক্স' মাত্র। অথচ সর্বহারা শ্রেণীচেতনার রূপই তা নয়। সর্বহারা শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন লোকের বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়াইটা হচ্ছে নৈব্যক্তিক শ্রেণী লড়াই।"

(৬) *'সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে'* ৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "... অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন সংগ্রাম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে শ্রেণীচেতনার উদ্ভব হয়, চেতনার সেই স্তরকে উত্তীর্ণ করে যখন যথার্থই শ্রমিকেরা বিপ্লবী শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্ব কি, তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তখনই শ্রমিকশ্রেণী থেকে আসা ক্যাডাররা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে নয়, সঠিক শ্রেণীগত চেতনার ভিত্তিতেই বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে সংগ্রাম করতে শিখবে।" এ অংশটুকু নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬২ পৃষ্ঠা থেকে : "... অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন সংগ্রাম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে শ্রেণীচেতনার উদ্ভব হয়, চেতনার সেই স্তরকে উত্তীর্ণ করে যখন যথার্থই শ্রমিকেরা বিপ্লবী শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্ব কি – তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তখনই মজুর শ্রেণী থেকে আসা ক্যাডাররা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে নয়, সঠিক শ্রেণীগত চেতনার ভিত্তিতে অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক শ্রেণীচেতনার ভিত্তিতে বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যের ... বিরুদ্ধে সঠিকভাবে লড়তে শিখবে।"

(৭) *'সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে'* পুস্তিকার ৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "আবার অনেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী তত্ত্বের সর্বজন স্বীকৃত একটি কথারও অতি সরলীকৃত ও বিকৃত বর্ণনা করেছেন এইভাবে যে, সত্যিকারের প্রলেটারিয়ান চরিত্র আয়ত্ব করতে হলে জনগণের সঙ্গে এবং সর্বহারা মানুষের সাথে মিশতে হবে। একথা ঠিক যে জনগণের কাছে, সর্বহারা আধা-সর্বহারাদের সাথে মিশে, শ্রমিকদের সাথে যাওয়া, তাদের মধ্যে থাকা এবং তাদের মধ্যে বিপ্লবী তত্ত্ব ও পার্টি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করা বিপ্লবী হওয়ার একটি অবশ্য শর্ত, এ প্রক্রিয়া কর্মীদের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তনে সাহায্যও করে থাকে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিবার থেকে আসা ক্যাডাররা শুধুমাত্র এর দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী চরিত্র আয়ত্ব করে ফেলবে এ ব্যাখ্যা শ্রেণীচেতনা অত্যন্ত সরলীকৃত ব্যাখ্যা" – এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর

দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৩ পৃষ্ঠা থেকে : "আজকাল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী তত্ত্বের সর্বজনস্বীকৃত একটি কথারও অতি সরলীকৃত ও বিকৃত ব্যবহার চলছে যে, সত্যিকারের প্রলেটারিয়ান চরিত্র আয়ত্ব করতে হলে জনগণের সঙ্গে এবং প্রলেটারিয়েতের সঙ্গে মিশতে হবে। একথা ঠিক, এই জনগণের কাছে যাওয়া, প্রলেটারিয়েতের সঙ্গে মেশা, শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে যাওয়া, তাদের মধ্যে থাকা এবং তাদের মধ্যে বিপ্লবী তত্ত্ব ও পার্টি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করা – এগুলো বিপ্লবী হওয়ার একটি অবশ্য শর্ত, এগুলো কর্মীদের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন আনতে নিশ্চয়ই সাহায্য করে থাকে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিবার থেকে আসা ক্যাডাররা শুধুমাত্র এর দ্বারাই সঙ্গে সঙ্গে প্রলেটারিয়ান বিপ্লবী চরিত্র আয়ত্ব করে ফেলবে – এটা হচ্ছে অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা।"

(৮) '*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে*' পুস্তিকার ৮ম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "... এই কমিউনিস্ট হওয়ার প্রক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ছাড়তে হবে মধ্যবিত্তসুলভ ভাবালুতা, পেটি-বুর্জোয়া দোদুল্যমানতা, অভ্যাস, আচরণ এবং সর্বোপরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতি। আর শ্রমিকশ্রেণীকে ছাড়তে হবে তাদের যেগুলো Rustic habbits অর্থাৎ পুরানো সামন্ত সমাজের কুসংস্কার এবং নানা ধরণের অপসংস্কৃতি ও বুর্জোয়া ভাবনা-ধারণা। তাদের বিকৃত (Vulgar) ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।" এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৫ পৃষ্ঠা থেকে : "... এই কমিউনিস্ট হওয়ার প্রক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ছাড়তে হবে মধ্যবিত্তশ্রেণীসুলভ ভাবালুতা, পেটি-বুর্জোয়া দোদুল্যমানতা, অভ্যাস, আচরণ ও সর্বোপরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতি। আর, শ্রমিককে ছাড়তে হবে শ্রমিকদের যেগুলো গ্রাম্য অভ্যাস অর্থাৎ পুরনো সামন্তী সমাজের কুসংস্কার এবং নানা ধরণের বুর্জোয়া অপসংস্কৃতি এবং নোংরা ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে তাদের নিজেদের মুক্ত করতে হবে।"

(৯) '*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে*' পুস্তিকার ৮-৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "... শুধু বই পড়ে মার্কসবাদ আয়ত্ব করা যায় না। মার্কসবাদ সম্বন্ধে কেউ অনেক কথা বলতে পারলে, লিখতে পারলে বা বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারলেই বোঝা যায় না যে মার্কসবাদ সম্পর্কে তার যথেষ্ট উপলব্ধি হয়েছে। আবার কেউ মাঠে ঘাটে শ্রমিক-কৃষক-সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করতে পারলেই – এর থেকে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করলেই বা সংগঠনের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিভার পরিচয় দিলেও তার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় না যে সে যথার্থই মার্কসবাদকে উপলব্ধি করেছে। তাহলে কি দিয়ে বোঝা যাবে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যথার্থ উপলব্ধি ঘটেছে? বোঝা যাবে এ দু'য়ের অর্থাৎ তত্ত্ব এবং ব্যবহারকে (Theory and practice) দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় মেলাতে পারলে, Corelate করতে পারলে। কিন্তু কো-রিলেট করা অর্থাৎ সমন্বয় সাধন করা বলতে কি বুঝায়? ধরুন একজন বই পড়ে, আলাপ আলোচনা করে, বহু তর্ক করে তত্ত্ব আয়ত্ত্ব করেছেন, পণ্ডিত হয়েছেন। এবার তিনি গ্রামে চলে গেলেন, সেখানে গিয়ে এক বছর দু'বছর কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা হল – তত্ত্বে জ্ঞানতো তার ছিলই, এবার তিনি চাষীদের মধ্যে কাজ করলেন। ফলে তার তত্ত্বজ্ঞানের সাথে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্থাৎ প্রাকটিসের সমন্বয় সাধন হয়ে গেল, আবার একজন দশ বছর শ্রমিক-কৃষকদের নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, লড়াই করে জেলেও গেছেন, শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রামের ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন; এবার তিনি লাইব্রেরীতে বসে বছর খানেকের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্ল্যাসিকস্‌সহ মার্কসবাদী দার্শনিকদের যত লেখা আছে সেগুলো পড়ে শেষ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করলেন তার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা তো ছিলই, এবার তার সাথে তত্ত্বজ্ঞানের সংযোগ সাধন হয়ে গেলো – কাজেই মার্কসবাদ শেখার তার আর কি বাকী রইল? কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই এত সরলীকৃত নয়। মাও-সে তুং বলেছেন, তত্ত্ব ও ব্যবহারের কো-রিলেশন বলতে এটা বোঝায় না। এ ধারণা সমন্বয় সম্পর্কিত যান্ত্রিক ধারণা। তাহলে মার্কসবাদকে সঠিকভাবে আয়ত্ব করা, থিওরী ও প্র্যাকটিসের যথার্থ সমন্বয়, যথার্থ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কো-রিলেশন কিভাবে বোঝা যাবে? এটা বোঝা যাবে সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনের সাথে উত্তরোত্তর সম্পৃক্তি এবং সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি মার্কসবাদী জ্ঞানের বহিঃকাশ তার চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণে আছে কিনা – সে মানুষটির জীবনে রুচি সংস্কৃতির উচ্চমান প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা – অর্থাৎ তার জীবন ও জীবনের বোধটা পাল্টে গেছে কিনা এবং তা তার পারিপার্শ্বিকতাকে প্রভাবিত করছে কিনা তার উপর।" এ অংশটুকু নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডের ৩১০-১১ পৃষ্ঠা থেকে : "... শুধু বই পড়ে মার্কসবাদ আয়ত্ব করা যায় না। মার্কসবাদ সম্বন্ধে কেউ অনেক কথা বলতে পার, লিখতে পার, বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা থেকে যখন তখন কোট (উদ্ধৃত) করতে পার – তাহলেই বোঝা যায় না যে, মার্কসবাদ সম্বন্ধে তোমার যথেষ্ট উপলব্ধি ঘটেছে, তুমি চৌকস জ্ঞানের অধিকারী হয়েছো। আবার তুমি মাঠে-ঘাটে, মজুর-চাষী, সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করেছ, এর থেকে অনেক অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছ, সংগঠনের ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিভা দেখিয়েছ এর দ্বারাও প্রমাণ হয় না যে, তুমি মার্কসবাদ যথার্থ উপলব্ধি করেছ এবং তার চৌকস জ্ঞানের অধিকারী হয়েছ। তাহলে কি দিয়ে বোঝা যাবে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যথার্থ উপলব্ধি ঘটেছে? বোঝা যাবে, এ দুটোকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় মেলাতে পারলে, 'কো-রিলেট' করতে পারলে। কিন্তু কো-রিলেট করা, অর্থাৎ সমন্বয় সাধন করা বলতে কী বুঝায়? ধরুন, একজন বই পড়ে, আলাপ-আলোচনা করে, বহু তর্ক-বিতর্ক করে তত্ত্ব আয়ত্ত্ব করেছেন, পণ্ডিত হয়েছেন। এবার তিনি গ্রামে চলে গেলেন, সেখানে গিয়ে এক বছর-দু'বছর চাষী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা হ'ল – তত্ত্বের জ্ঞানতো আমার ছিলই, এবার আমি চাষীদের মধ্যেও কাজ করলাম। ফলে আমার তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্থাৎ 'প্রাকটিসে'র সমন্বয় সাধন হয়ে গেল, আবার একজন দশ বছর চাষী-মজুরদের নিয়ে সংঘর্ষ করেছেন, লড়াই করেছেন, জেলে গেছেন, এই ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। এবার তিনি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে বছর খানেকের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যত ক্ল্যাসিকস-এর বই বড় বড় মার্কসবাদী দার্শনিকের লেখা আছে সেগুলো পড়ে শেষ করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবতে শুরু করলেন প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা তাঁর তো ছিলই – এবার তার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের সংযোগ সাধন হয়ে গেলো। কাজেই, মার্কসবাদ শেখার তার আর কি বাকী রইল? না কমরেডস্! ব্যাপারটা এত সহজ নয়, এত সরলীকৃত নয়। মাও সে তুং বলেছেন, 'থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস'-এর (তত্ত্ব ও ব্যবহারের) কো-রিলেশন বলতে এটা বোঝায় না। এটা কো-রিলেশন সংক্রান্ত যান্ত্রিক ধারণা। তাহলে কী করে বোঝা যাবে যে, যথার্থ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কো-রিলেশন ঘটল? সত্য সত্যই 'থিওরী' এবং 'প্র্যাকটিস' – এ দুটোর একটা যথার্থ মিলন ঘটল ও মার্কসবাদের চৌকস জ্ঞান আয়ত্ব হ'ল? বোঝবার একটিই মাত্র উপায়। তাহল, দেখতে হবে, সে মানুষটির জীবনে রুচি-সংস্কৃতির উচ্চমান প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা। কী অপূর্ব, কী অদ্ভুত কথা অর্থাৎ তার জীবনটাই পাল্‌টে গেছে কিনা।"

(১০) '*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে*' পুস্তিকার ১০ম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "... শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই গণতন্ত্রের ধারণাও দু'ধরনের। একটা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র – যা ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত অধিকার এবং বুর্জোয়া জীবনযাত্রা অর্থাৎ ব্যক্তিবাদকে প্রতিফলিত করছে। আরেকটা হচ্ছে সর্বহারা গণতন্ত্র যা যৌথ মালিকানা, উৎপাদন এবং বণ্টনের উপর যৌথ কর্তৃত্ব এবং সর্বহারা জীবনযাত্রা অর্থাৎ যৌথ জীবনযাত্রাকে প্রতিফলিত করছে।" এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২০৩ পৃষ্ঠা থেকে : "... শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই গণতন্ত্রের ধারণাও দু'ধরনের। একটা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র – যা ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত অধিকার এবং বুর্জোয়া জীবনযাত্রা অর্থাৎ ব্যক্তিবাদকে প্রতিফলিত করছে। আর একটা হচ্ছে সর্বহারা গণতন্ত্র যা যৌথ মালিকানা, উৎপাদন এবং বণ্টনের উপর যৌথ কর্তৃত্ব এবং সর্বহারা জীবনযাত্রা, অর্থাৎ যৌথ জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে প্রতিফলিত করছে।"

(১১) '*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে*' পুস্তিকার ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "... মনে রাখতে হবে যে মার্কসবাদী দলের নেতৃত্বের ধারণাটি সমান্তরাল নেতৃত্বের ধারণা নয়। এ ধারণা হল নেতার নেতা ধারণা।" এটা নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২১৩ পৃষ্ঠা থেকে : "... মনে রাখতে হবে হবে, কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে 'লিডারশিপ'-এর এই 'ফেনোমেনন', প্যারালাল (সমান্তরাল) লীডারস্-এর ফেনোমেনন নয়, এটা 'লিডার অব দি লিডারস্'-এর (নেতাদের মধ্যে নেতার) ফেনোমেনন।"

(১২) '*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে*' পুস্তিকার ১৫-১৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত, "লেনিন এটাকে একটা living organism বা জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পাটি একটি যান্ত্রিক অখণ্ড সত্ত্বা নয়, এটি জীবন্ত অখণ্ড সত্ত্বা, ঠিক যেমন মানবদেহ। এটি একটি monolithic organism (এককেন্দ্রীক জীবন্ত অখণ্ড সত্ত্বা) – এর স্নায়ুকেন্দ্র Centre of nerves বা মস্তিষ্ক রয়েছে, জীবদেহের এটিই কেন্দ্রবিন্দু বা পরিচালিকা শক্তি। এই মস্তিষ্কই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে পরিচালনা করে, আবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলোও তাদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে প্রভাবান্বিত করছে। মস্তিষ্কের সাথে ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর এই সম্পর্কটি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত। একটি কমিউনিস্ট পার্টির গঠনও অনেকটা এরকম। একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতার সাথে Rank and file-এর সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে সেল থেকে শুরু করে পার্টির অন্যান্য বডিগুলোর সম্পর্ক হল মস্তিষ্কের সাথে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলোর সম্পর্কের মত। আবার নিচু থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই সকল পার্টি বডিগুলো আলাদা আলাদাভাবে কতগুলো নেতা বা কর্মীর সমাবেশমাত্র নয়। প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষেত্রে Center of attraction বা নেতা আছে।" এ অংশটুকু নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২১২-১৩ পৃষ্ঠা থেকে : "লেনিন একটি কমিউনিস্ট পার্টিকে জীবন্ত দেহের (living organism) সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ, কমিউনিস্ট পাটি একটা 'মেকানিক্যাল হোল' না, এটা একটা 'অরগ্যানিক হোল' (প্রাণহীন যন্ত্র নয়, একটি জীবন্ত সত্ত্বা) ঠিক যেমন মানবদেহ – এটা একটা 'মনোলিথিক অরগ্যানিজম', এর একটা স্নায়ুকেন্দ্র বা মস্তিষ্ক (centre of nerves or brain) আছে। জীবন্ত দেহের এটাই হল কেন্দ্রবিন্দু বা পরিচালিকা শক্তি। এই মস্তিষ্কই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে পরিচালনা করে। আবার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলিও (sense organ) তাদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করছে। মস্তিষ্কের সাথে ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির এই সম্পর্কটি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত। একটি কমিউনিস্ট পার্টির গঠনও এইরকম। একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতার সাথে র‍্যাংক এন্ড ফাইলের সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে সেল থেকে শুরু করে পার্টির অন্যান্য বডিগুলোর সম্পর্ক হল মস্তিষ্কের সাথে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলির সম্পর্কের মত। আবার নিচু থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই সকল পার্টি বডিগুলিও আলাদা আলাদাভাবে কতগুলো কর্মী বা নেতার সমাবেশমাত্র নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব নিজস্ব ক্ষেত্রে 'সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন' বা নেতা আছে।"

(১৩) ২০১২ সালের ১০ জুলাই প্রকাশিত '*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে' (খসড়া)* পুস্তিকায় ৬৬ পৃষ্ঠায় খালেকুজ্জামান বলছেন, "সত্যিকারের একটি কমিউনিস্ট পার্টি জীবন্ত সত্তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "মনে রাখতে হবে, কমিউনিস্ট পার্টি একটি বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া পার্টির মত কতগুলি ব্যক্তি বা গ্রুপ-এর সমষ্টি নয়। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ক্ষেত্রে সেন্টার অব অ্যাট্রাকশন বা নেতা আছে। লেনিন একটি কমিউনিস্ট পার্টিকে জীবন্ত দেহের (living organism) সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ, কমিউনিস্ট পাটি একটা 'মেকানিক্যাল হোল' না, এটা একটা 'অরগ্যানিক হোল' (প্রাণহীন যন্ত্র নয়, একটি জীবন্ত সত্ত্বা) ঠিক যেমন মানবদেহ – এটা একটা 'মনোলিথিক অরগ্যানিজম', এর একটা স্নায়ুকেন্দ্র বা মস্তিষ্ক (centre of nerves or brain) আছে। জীবন্ত দেহের এটাই হল কেন্দ্রবিন্দু বা পরিচালিকা শক্তি। এই মস্তিষ্কই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে পরিচালনা করে। আবার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলিও (sense organ) তাদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করছে। মস্তিষ্কের সাথে ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির এই সম্পর্কটি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত। একটি কমিউনিস্ট পার্টির গঠনও এইরকম। একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতার সাথে র‍্যাংক এন্ড ফাইলের সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে সেল থেকে শুরু করে পার্টির অন্যান্য বডিগুলোর সম্পর্ক হল মস্তিষ্কের সাথে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলির সম্পর্কের মত। আবার নিচু থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই সকল পার্টি বডিগুলিও আলাদা আলাদাভাবে কতগুলো কর্মী বা নেতার সমাবেশমাত্র নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব নিজস্ব ক্ষেত্রে 'সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন' বা নেতা আছে।" ৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গে লেনিনীয় ধারণাকে ব্যাখ্যা করে শিবদাস ঘোষ বলেন, "গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণকে যদি আমরা 'এনাটমির মত কেটে ভাগ করি, তবে দুটো ভাগ পাব। একটা হচ্ছে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা , আর একটা হচ্ছে সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা। এই আদর্শগত কেন্দ্রিকতা পার্টির অভ্যন্তরে একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদতে ভিত্তি করে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ভিত্তি করে, শুধু অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে ওয়ান প্রসেস অব থিঙ্কিং, ইউনিফর্মিটি অব থিঙ্কিং, ওয়াননেস ইন এ্যাপ্রোচ এবং সিঙ্গলনেস অব পারপাস (সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা, সম উদ্দেশ্যমুখীনতা) গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। এ জিনিস গড়ে তুলতে পারলেই পার্টির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রোলেটারিয়ান গণতান্ত্রিক নীতি চালু হয়েছে বুঝতে হবে।"

(১৪) এ পুস্তিকার ৭৪ পৃষ্ঠাতেই আরো বলেন, "লেনিন এই অগ্রদূত বাহিনীর নেতৃত্ব সম্পর্কে বলেছেন, দলের সকল সদস্যের যৌথজ্ঞানই যৌথ নেতৃত্ব। শিবদাস ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেন, "... এ যুগে কোনও

একটি দল অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তি নেতৃত্ব ও ব্যক্তিবাদের অবসান ঘটিয়ে একমাত্র তখনই এই যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম, যখন পার্টির সমস্ত নেতা ও কর্মীর চিন্তা ভাবনার দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথ জ্ঞান গড়ে ওঠে সেটার ব্যক্তিকরণ ও বিশেষীকৃত প্রকাশ ঘটেছে, অর্থাৎ একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথ নেতৃত্বের সর্বোত্তমরূপে ব্যক্তিকরণ ঘটেছে। কারণ, দলের নেতা ও কর্মীদের চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথ জ্ঞান দলের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে সেই নেতৃত্ব, অর্থাৎ অথরিটির ধারণা, কোনো মতেই বিমূর্ত (ধনংঃৎধপঃ) হতে পারেনা। আর, এই জন্যই যৌথ নেতৃত্বের অভ্যুত্থান ঘটেছে একথার বাস্তব প্রমাণ হল যে, সেক্ষেত্রে কোন না কোন একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্তিকরণ (Personification) ঘটেছে”।”

(১৫) ১২৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, “কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এগুলোকে সঠিক মার্কসবাদী বিপ্লবী ধারায় অন্তর্লীন করে এগিয়ে যেতে পারেনি। কেন পারেনি তার মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী ভারতের এসইউসিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ তার এক বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়নে বলেন, ‘... এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নামে একটিই পার্টি ছিল। ১৯৬৪ সালে সেটি ভেঙ্গে সিপিআই ও সিপিআই (এম) নামে দুটি পার্টি হয়েছে। এখন আবার নকশালপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্ট নেতা এবং কর্মীরা সিপিআই (এম) থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটি দল গড়ার আয়োজন করেছেন। ফলে, পুরানো কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি এখন তিনটি ভাগে বিভক্ত। ... প্রথমেই একটি বিষয় আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই। এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি অসংখ্য ভুল করেছে, কেবলমাত্র এই কারণেই যে আমরা এসইউসিআই-কে আর একটা পাল্টা কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে তুলেছি – একথা ঠিক নয়। একটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল কখনই ভুল করতে পারেনা – একথা আমরা মনে করিনা, বা সে দলটি ভুল করলেই তৎক্ষণাৎ আর একটি পাল্টা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হবে – একথাও আমরা মনে করিনা। কোন সত্যিকারের মার্কসবাদীই এভাবে চিন্তা করেনা। ... একটি দল দু’ধরনের ভুল করতে পারে। তার একটি হল, মার্কসবাদী মূল দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার বিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি আয়ত্ব করতে না পারার ফলে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মার্কসবাদ নির্ধারিত মূলনীতিগুলি অনুসরণের ক্ষেত্রে ভুল এবং তার ফলে একটি বিশেষ বিপ্লবের স্তর এবং তার রণনীতি, অর্থাৎ বিপ্লবের মূলনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভুল। ... এ ধরনের ভুলের সাথে দলের শ্রেণী চরিত্রের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর, দ্বিতীয় ধরনের ভুলটি হলো, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার বিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে মূলত ঠিক থেকেও দলের উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে মূলনীতিগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল। এই শেষোক্ত ধরনের ভুল হলেই যে সাথে সাথে দলটির শ্রেণী চরিত্র পাল্টে যায়, তা নয়। অবশ্য এ ধরনের ভুল যদি একটার পর একটা হতেই থাকে এবং এই ভুলগুলির থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে যদি শেষ পর্যন্ত সেগুলিকে সংশোধন করা সম্ভব না হয়, তাহলে ধীরে ধীরে একদিন দলটির শ্রেণীচরিত্র পাল্টে যেতে বাধ্য। ... এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি গঠনের পিছনে এ দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অনেকের এবং অনেক নেতা ও অসংখ্য কর্মীর গভীর নিষ্ঠা, সততা ও আত্মত্যাগের ইতিহাস আমি জানি এবং আমি তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখেই দেখি। কিন্তু তাদের এতো আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ না করার জন্য তারা যে এই দলটিকে একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দল হিসাবে গড়েই তুলতে পারেননি, এ সত্যকেও আমি কোনমতে অস্বীকার করতে পারি না। ... আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে এই দলের নেতারা বরাবরই অন্ধের মত অনুসরণ করে এসেছেন। এই অন্ধ অনুকরণের ফলে তাঁরা দেশের অভ্যন্তরেও যেমন সঠিক বিপ্লবী সাম্যবাদী আন্দোলন কোন দিনই গড়ে তুলতে পারেননি, অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মতবাদিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, সেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব গঠনের ক্ষেত্রেও কোনরূপ ভূমিকাই পালন করতে পারেনি। বরঞ্চ, এই অন্ধ অনুকরণের দ্বারা তাঁরা বাস্তবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে দুর্বল করতেই সাহায্য করেছেন। ... নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টির দোহাই পেড়ে এই পার্টিটি জন্মের পর থেকে সোভিয়েত নেতৃত্বকে এবং সোভিয়েত-চীনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ার পর থেকে দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে একদল সোভিয়েত নেতৃত্বকে এবং আর একদল চীনের নেতৃত্বকে – এখানে চীন বা সোভিয়েত কে ঠিক, কে বেঠিক সে প্রশ্ন গৌণ – অন্ধের মত অনুসরণ করেছে। ... সিপিআই (এম) নেতৃবৃন্দ এখন চীন ও সোভিয়েতের দুই ধারার মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করছেন, অর্থাৎ তাঁরা এখন নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষ কথাটার বাস্তব প্রয়োগ তাঁদের মধ্যে কি দেখা যাচ্ছে? আসলে তাঁরা বর্তমানে একটি স্বাধীন জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি টাইপের পার্টি গঠনের চেষ্টা করছেন ... ফলে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটির জন্মের পর থেকে সংগ্রামের ইতিহাস অর্থাৎ সংগ্রাম পরিচালনার কায়দা ও পরিচালনার সময়কার দৃষ্টিভঙ্গী পর্যালোচনা করে এবং দেশের মূল রাজনৈতিক অবস্থা এবং রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করবার জন্য এই পার্টিটি যতবার মূল রণনীতি নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছে অর্থাৎ মূল বিপ্লবী তত্ত্ব গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছে, সেই সমস্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এবং দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রাত্যহিক আচরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত মান ... সে সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করে – এই দলটি যে গঠনের শুরু থেকেই কমিউনিজমের তক্‌মা এঁটে একটি পেটি বুর্জোয়া পার্টির মত আচরণ করে এসেছে – এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই কেবলমাত্র আমরা ভারতবর্ষের সর্বহারা শ্রেণী বিপ্লবী দল, অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল হিসাবে এসইউসিআইকে গড়ে তুলেছি।’”

(১৬) ‘*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে*’ পুস্তিকার ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “এ দুরূহ কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে শুরু থেকে কিছু ঘাটতি ত্রুটি লক্ষ করে শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বলেছিলেন, ‘বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বহু সফলতা ও গৌরবময় আত্মত্যাগকে যথাযথ গর্ব ও শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করেও আমরা এর গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাইনি। ... এই গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দেখা দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরের নেতৃত্ব বহুলাংশে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত। ... এই কারণের জন্যই বিভিন্ন দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে সম-অধিকার ও শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে পারস্পরিক নির্ভরশীল ও সহায়ক সম্পর্ক গড়ে তোলার মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটি ক্রমাগত লঙ্ঘিত হয়ে এসেছে। ... লেনিনবাদী নীতিতে একথা যদিও স্বীকৃত যে বিশেষ সময়ে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির পটভূমিতে বিভিন্ন দেশের বাস্তব রাষ্ট্রিয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভিত্তি করে যেসব কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতের পথেই বিপ্লবের সাধারণ আন্তর্জাতিক লাইন গড়ে উঠবে। কিন্তু ... আন্তর্জাতিক লাইন গড়ে তোলার এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করার পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি দুটি নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যা বিশ্লেষণ করছে তাকেই খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ না

করেই, আন্তর্জাতিক লাইন হিসাবে গ্রহণ করাটা অভ্যাস ও প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে 'আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব' সংক্রান্ত কনসেপ্ট বা ধারণা গড়ে তোলার জন্য চিন্তার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের প্রয়োজনকেই কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে। ... একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাম্যবাদী শিবিরের সাথে দীর্ঘ সাহচর্য ও বহু ঐতিহাসিক সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করা সত্ত্বেও মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়ার পার্টি মার্কসবাদের মূল নীতির সঠিক অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই অতীতে কষ্ট স্বীকার ও আত্মত্যাগের রেকর্ড বা ইতিহাসই বর্তমানে সাম্যবাদী আন্দোলন পরিচালনায় নির্ভুলতার একমাত্র গ্যারান্টি নয়; প্রতিনিয়তই এবং সম্ভব হলে প্রতিটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই পার্টির বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপন্থাকে মার্কসবাদের মূল নীতিগুলির মাপকাঠিতে বিচার করে নিতে হবে। ... সাংগঠনিক সংহতিকে সুদৃঢ় করার জন্য বর্তমান কমিনফর্ম নেতৃত্বের আহক্ষান একদিকে যদিও কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে, কিন্তু পাশাপাশি আবার বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা দৃঢ় সংহতিতে নতুন নতুন ফাটল ও চিড় ধরার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বামপন্থী (left wing) কমিউনিস্ট কর্মীদের সাথে তোগলিয়াত্তির মত পার্থক্যের কথা এবং টিটোর মতবাদের সাথে অভিন্নতার দরুণ গোমুলকাকে পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ... আর একটি দিকের প্রতি এখন থেকেই বিশেষ লক্ষ দেওয়া দরকার। তা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় স্তর থেকে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির নির্দেশের সাথে বিশ্বসর্বহারা বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্য সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব-কর্তব্যের সম্পর্ক কী হবে? তারা কি পরিপূরক, নাকি একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন? এই প্রশ্নে কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি রয়েছে। কারও মতে, সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি ও সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের নীতি একেবারে আলাদা এবং এই দুইয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। আবার কারও কারও মতে, এই দুটি শুধু অবিচ্ছিন্নই নয় – এক ও অভিন্ন। প্রথমোক্ত মতটি ট্রটস্কিবাদ দ্বারা প্রভাবিত এবং দ্বিতীয়টি সাম্যবাদী মহলে অত্যন্ত পরিচিত একটি তত্ত্ব। কিন্তু বাস্তবে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি ও আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্য সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন বিচ্ছিন্ন নয় তেমনি আবার এই দু'টিকে এক ও অভিন্ন করে দেখাও ভুল হবে। ... আসলে এই দু'টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল এবং একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। ... একদিকে ট্রটস্কিবাদীরা যেমন সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির তাৎপর্যকে ও আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাকে বিকৃত করে দেখাচ্ছে, তেমনই আবার বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পাটিগুলি, যারা অতীতের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সাথে যুক্ত ছিল ও বর্তমানে কমিনফর্ম এর সাথে যুক্ত, তারাও সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতি, যা লেনিনবাদের সাথে মূলত (basically) সংগতিপূর্ণ, সে সম্পর্কে একটি গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলার দ্বারা গুরুতর ধরনের ভুল করে চলেছে। আর এজন্যই তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি ও দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বাস্তবে একটি দ্বন্দ্বও বিরাজ করে। এই পার্টিগুলি সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নকে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের প্রশ্নের সাথে গুলিয়ে ফেলছে এবং তার ফলে নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতার সামনে পড়ে তারা ক্রমাগত একের পর এক ভুল করে যাচ্ছে। ... সুতরাং প্রতিটি কমিউনিস্ট কর্মীর অবশ্য কর্তব্য হবে, আবেগমুক্ত মন নিয়ে পরিস্থিতিকে বিচার করা এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের অতীত ইতিহাস, বর্তমান ধারা ও প্রবনতাগুলি এবং ভবিষ্যত গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া। মনে রাখতে হবে, ট্রটস্কিবাদের সমাধির সাথে সাথে কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা শেষ হয়ে যায়নি। যথেষ্ট সতর্ক না থাকলে বর্তমানে অত্যন্ত জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট শিবিরে নতুন করে বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায়না। শুধু তাই নয়, মতাদর্শগত ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অমার্কসীয় যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা রয়েছে, তা যদি সময়মত ঠিকভাবে সমাধান না করা হয়, তাহলে বিশ্ব ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবেনা যখন মানুষ দেখবে যে, বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরও কমিউনিস্টরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা এবং বিশ্বসাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি দ্বন্দ্ব-কলহে ও এমনকী যুদ্ধ বিগ্রহেও লিপ্ত হয়ে পড়েছে।'"

(১৭) '*সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠন প্রসঙ্গে*' পুস্তিকার ৫৪ পৃষ্ঠায়, যেখানে বলা হয়েছে, "স্তালিনের জীবন ছিল একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর জীবন; একজন মহান সর্বহারা বিপ্লবীর জীবন। একথা সত্য যে, সোভিয়েত জনগণ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য একদিকে যেমন একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে স্তালিন অনেক প্রশংসাযোগ্য কাজ করে গেছেন, তেমনি কিছু ভুলও তিনি করেছিলেন। কিছু ভুল ছিল নীতিগত, কিছু ভুল হয়েছিল বাস্তব কাজকর্ম করতে গিয়ে। কতগুলো ভুল এড়ানো যেত, আর সর্বহারা একনায়কত্বের আর কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না বলে সেসময় কিছু কিছু ভুল এড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। নিজের চিন্তাধারায় স্তালিন কিছু কিছু প্রশ্নে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভাববাদ ও আত্মমুখীনতার গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছিলেন এবং তার ফলে বাস্তব অবস্থা ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। পার্টির ভেতরের ও বাইরের সংগ্রাম পরিচালনায় কিছু কিছু ঘটনায় ও কিছু কিছু প্রশ্নে আমাদের সাথে শত্রুদের দ্বন্দ্ব ও জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব – প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন প্রকৃতির এই দুটো দ্বন্দ্বকে তিনি গুলিয়ে ফেলেছিলেন, গুলিয়ে ফেলেছিলেন এদের মীমাংসার জন্য প্রয়োজনীয় ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলোকেও। প্রতিবিপ্লবীদের শাস্তি পাওয়াটা যেমন যথাযোগ্য ছিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিরিহ মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ... ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি এবং দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তিনি কিছু ভুল করেছিলেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে তিনি কিছু কিছু ভুল উপদেশও দিয়েছিলেন। ... স্তালিনের গুণ ও দোষের ব্যাপারগুলো হোলো ঐতিহাসিক ও বস্তুগত সত্য। উভয় দিকের বিবেচনা করলে তার দোষের তুলনায় গুণগুলো অনেক বেশী। মুখ্যত তিনি সঠিক ছিলেন, ভুলগুলো ছিল গৌণ। ... মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তিনি রক্ষা করেছেন বিকাশসাধন করেছেন।"